বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা

ড. হাসান মোহাম্মদ

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ

গ্রন্থমেলা ● ঢাকা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা
প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ
ISBN 984-8339-18-3

গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০৪

প্রকাশক
আফজাল হোসেন কাউসার
গ্রন্থমেলা
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বর্ণবিন্যাস
কম্পিউটার গ্যালাক্সি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সালমানি মুদ্রণ সংস্থা
চৌধুরী মার্কেট
৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
জাকির হোসেন

মূল্য ১০০.০০ টাকা

Madrasha Education of Bangladesh, by Professor Dr. Hasan Mohammad.
Published by Gronthomela 36 Banglabazar Dhaka Bangladesh.
Price : Tk.100.00 US$ 05.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

রেহানাকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। এ কারণে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষিত ও চরিত্রবান মানবসম্পদ গড়াই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হয়ে থাকে।

পাঠ্যসূচি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের এমনকি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জাগতিক কল্যাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেনা। এমনকি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ধর্মশাস্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন করেন খুবই কম। অথচ ইসলাম কেবল পারলৌকিক নয়-ইহজাগতিক ও প্রায়োগিক শিক্ষারও ওপরও সবিশেষ গুরুত্ব দেয়।

জ্ঞানার্জন ও বিতরণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী পরিভাষায় মাদ্রাসা বলে। শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম প্রধান দেশসমূহে উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা পূর্বকাল পর্যন্ত মানবসম্পদ উন্নয়নে মাদ্রাসাসমূহ পালন করছে কাঙ্খিত ভূমিকা। মুসলিম সভ্যতা, শাসন ও গৌরবের অবক্ষয়ের যুগে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে প্রধানত ধর্মীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উপমহাদেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় জাগতিক বিষয়সমূহ গুরুত্ব হারায়। রাজ্যহারা মুসলমানেরা নতুন ইউরোপীয় শাসকদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণেও অসম্মত হয়। মুসলমানরা ক্রমশ চাকুরী প্রাপ্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত পিছিয়ে পড়তে থাকে। এ অবস্থা দূরীকরণে সৈয়দ আহমদ খান ও অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদগণ এগিয়ে আসেন। কিন্তু অনেক ধর্মীয় পণ্ডিত সৈয়দ আহমদ প্রস্তাবিত ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হননি।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিভিন্ন সময়ের সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অতি শ্লথ গতিতে হলেও এসেছে পরিবর্তন। কিন্তু পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের জটিলতা, আধিক্যসহ নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হচ্ছে না। আবার আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের নানা ক্ষেত্রে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। এসব দুর্বলতার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ পাচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধীরা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বহুবিধ জটিলতা ও দূর্বলতা নিয়েই এদেশের ধর্মনিষ্ঠ জনগণের সহযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। গুণগত দিক দিয়ে না হলেও সংখ্যাগত দিক দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার পরিসর ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসার উপস্থিতিই হচেছ বাস্তবতা। ব্যাপক জনগণের অনুভূতির পরিপূরক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সদর্থক দৃষ্টিতে দেখে একে আরও জীবনমুখী ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে এ গ্রন্থে মাদ্রাসা শিক্ষার নানা দিক আলোচিত, পর্যালোচিত ও পরিশেষে কিছু সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকুল্যে "শিক্ষা ও উন্নয়ন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা" বিষয়ে আমি যে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করি তার ওপর ভিত্তি করেই 'বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা' গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। উপর্যুক্ত গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সহায়তা দান এবং গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশের অনুমতি দেয়ার জন্য 'ইউজিপ' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাক্ষাৎকার প্রদান, লাইব্রেরী ব্যবহার এবং গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রকাশনা দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কওমী পাবলিকেশন্স এর স্বত্বাধিকারী কবি গোলাম মোস্তফাকে স্মরণ করছি।

জনাব ইসমাইল হোসেন বকুল গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় এটির প্রকাশ দ্রুততর হয়েছে। স্নেহভাজন মাহবুব আলম (নয়ন) গ্রন্থটি কম্পোজের দায়িত্ব পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

আমার স্ত্রী রেহানা আখতার এবং আমাদের দু' সন্তান ফুয়াদ হাসান এবং সায়ীদ হাসান অন্যান্য একাডেমিক কাজের ন্যায় এক্ষেত্রেও সহযোগিতা যুগিয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি ন্যূনতম ভূমিকা পালনে সক্ষম হলেও আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসান মোহাম্মদ

www.pathagar.com

নির্দেশিকা

উপক্রমণিকা	১১
ইসলাম: ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার গুরুত্ব	১৫
উপমহাদেশ ও বাংলায় মুসলিম শিক্ষা	১৮
মাদ্রাসা শিক্ষা	২১
মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে বিভিন্ন কমিশন	২৫
আলীয়া মাদ্রাসার স্তর, সম্মান ও পাঠ্যসূচী	২৭
কওমী মাদ্রাসার স্তর ও পাঠ্যসূচী	৩৯
ফোরকানিয়া, হিফযুল কোরান ও অন্যান্য মাদ্রাসা	৪৪
মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম	৪৬
মাদ্রাসার শিক্ষাকাল	৪৮
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ	৪৯
মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৫১
মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপ্তি	৫২
মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৫৬
মাদ্রাসা শিক্ষার অপ্রয়োগিকতা ও সমাজে আলিমদের ভূমিকা	৫৯
ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় প্রচেষ্টা	৬২
উপসংহার	৬৬
টিকা ও তথ্য নির্দেশ	৭৬
গ্রন্থপঞ্জী	৮৬
সংযোজন(১—৭)	৯১
নির্ঘণ্ট	১০১

www.pathagar.com

প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ-এর প্রকাশনা: গ্রন্থ

- ❑ কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (১৯৮৯)
- ❑ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ (১৯৯৩)
- ❑ বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার আলোকে করিডোর ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট (২০০০)
- ❑ তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামায়াত (২০০০)
- ❑ জাতীয়তাবাদ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ (২০০১)
- ❑ শহীদ জিয়া, বি.এন.পি ও বাংলাদেশের রাজনীতি (২০০৩)
- ❑ বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি (২০০৩)
- ❑ বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা (২০০৩)
- ❑ বাংলার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (২০০৩)

সম্পাদিত গ্রন্থ

- ❑ সন্দ্বীপ সমীক্ষা (১৯৯৯)

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

ইসলাম মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। শিক্ষা ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষকে জীবনের পূর্ণতা অর্জনে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয় বিধায় ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য ইসলাম শিক্ষার ওপর দিয়েছে সবিশেষ গুরুত্ব। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন তাঁর সমকালীন আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম স্বশিক্ষিত (self-educated) পণ্ডিত। এর ফলে তাঁর পক্ষে রাজনীতি, সমরনীতি, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুলভাবে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনও ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁরা বিশ্বের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অমুসলিম দেশসমূহের নেতাদের চেয়ে ছিলেন যোগ্যতর। এর ফলেই তাঁদের পক্ষে সম্ভবত সম্ভব হয়েছিল ব্যাপকভাবে রাজ্য বিস্তার ও বিজিত দেশসমূহে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে একটি শক্তিশালী ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগেও মুসলিম নেতৃত্ব ছিল যোগ্যতর। ক্রুসেড বিজয়ী মুসলিম নেতারা তাঁদের প্রতিদ্বন্দী অমুসলিম নেতৃত্ব থেকে যোগ্যতার ছিলেন। অন্যথায় তাঁদের পক্ষে বিজয় লাভ সম্ভব হতোনা। ইসলামে নেতৃত্বের যোগ্যতার ওপর খুবই জোর দেওয়া হয়। ইসলামে 'আমীর' হলেন নেতা আর অন্যরা হচ্ছেন 'মামুর' বা অনুসারী। এখানে সংখ্যার (Quantity) চেয়ে যোগ্যতার (Quality) গুরুত্ব বেশী। ফলে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র অথবা আন্দোলনের নেতাদেরকে ধর্মীয় যোগ্যতার সাথে সাথে পার্থিব জ্ঞান ও গুণে জ্ঞানী ও গুণান্বিত হওয়া প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। মাদ্রাসা মুসলিম শিক্ষার অন্যতম প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। উৎপত্তিকালীন সময়ে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জন ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই একসময় মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা জাগতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বিধায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণকারীরা জাগতিক জীবনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে হচ্ছেন অসমর্থ। কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারীরা বর্তমানে ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেন বলা যায়।

www.pathagar.com

আধুনিককালে কোন দেশ বা জাতির পক্ষে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যতীত উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন অর্জন সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ আজকাল তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্ব স্ব দেশের প্রয়োজনানুসারে ঢেলে সাজাচ্ছে-বিন্যস্ত করছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আনছে পরিবর্তন। উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষকদের কাছেও শিক্ষা আকর্ষণীয় বিষয়রূপে বিবেচিত হচ্ছে। একটি উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতে পারে না।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানত: দু'টি ধারা রয়েছে। তুলনামূলকভাবে প্রাচীন ধারাটি হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার। আর অপেক্ষাকৃত নতুন কিন্তু বর্তমানে যে ধারাটি বাংলাদেশে প্রধান সেটি হল আধুনিক শিক্ষা বা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত।

পরিচালনা, পাঠক্রম, সরকারী অনুদান গ্রহণ-বর্জন প্রভৃতির দিক থেকে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা আবার দু'ধরনের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও মঞ্জুরী প্রাপ্ত মাদ্রাসা। অন্যটি হচ্ছে সরকারী মঞ্জুরী ও সরকারী প্রভাবমুক্ত মাদ্রাসা। উভয় ধরনের মাদ্রাসাসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রধানত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সক্ষম হয়ে থাকে। প্রথমোক্ত মাদ্রাসা সরকারী মাদ্রাসা ও পরে উল্লেখিত মাদ্রাসা কওমী মাদ্রাসা বলে সাধারণ্যে পরিচিত। বাংলাদেশের ধর্মীয় শিক্ষার আরও বিভিন্ন ধরন ও পর্যায় থাকলেও উপরিউক্ত ধারা দুটিই প্রধান। এ অধ্যয়নের লক্ষ্য হচ্ছে উপর্যুক্ত দু'ধরণের মাদ্রাসা প্রদত্ত শিক্ষা তথা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উপর্যুক্ত শিক্ষা আমাদের জাতীয় উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে, কি ভূমিকা পালন করা উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সুপারিশমালা পেশ করা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত মাদ্রাসাসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য গবেষণা কাজে আলোচনা থাকলেও কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে আমার জানামতে কোন পর্যায়ে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। এ অধ্যয়নে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উপর্যুক্ত অনালোচিত ক্ষেত্রটিও বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা শুরুর আগে শিক্ষার সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। শিক্ষা কি?

www.pathagar.com

"ব্যক্তির যোগ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ স্বীকৃত উপায়ে সক্রিয় মূল্যবোধে উন্নীত করার সামগ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা এবং এর প্রক্রিয়ালব্ধ ফলও শিক্ষা।"[১] ঠেকে, দেখে ও কাগজে কলমে যে জ্ঞান আহরন করা হয় এবং তাকে পরবর্তীতে কাজে লাগানো, ব্যবহার করার ক্ষমতার্জন কিংবা তার পরিমাপ করা, যার আলোকে আর একটি বিষয়কে সহজীকরণ করে প্রয়োগসিদ্ধ ও ফলপ্রসু করে তোলার ক্ষমতা লাভই হচ্ছে শিক্ষা।[২] মহাকবি মিল্টনের সংজ্ঞায় শিক্ষা হচ্ছে, "Education is the harmonious development of body, mind and soul."

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের শিক্ষা, আকাঙ্খা, চাহিদা ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের জীবন যতো বেশী উন্নত, জটিল ও আধুনিক হয়েছে শিক্ষার বৈচিত্র ও প্রয়োজনীয়তা ততো বেশী বেড়েছে। শিক্ষা এখন বিশেষ বয়:সীমায় সীমাবদ্ধ নয়–জীবনব্যাপী মানুষকে শিখতে হয়। যে মানুষ-যে জাতি যতো বেশী শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত সে মানুষ ও সে জাতি ততো বেশী উন্নত এবং সমৃদ্ধ জীবনমানের অধিকারী।

আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল দেশ শিক্ষাকে মৌলিক নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৭ এর আলোকে সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংসদ ১৯৯০ সালে পাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা আইন।[৩]

বাট্রান্ড রাসেলের মতে, "শিক্ষা দ্বারা আমরা কেমন মানুষ প্রস্তুত করতে চাই সে সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।"[৪] বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮০-৮৫) পরিকল্পনার খসড়া দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্য হবে তরুণ সমাজকে বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনে সফল হওয়ার উপযোগী মৌল দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।[৫] মাইরন ওয়েইনারের মতে, শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমেই কেবল উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন সম্ভব। তাঁর মতে নানাবিধ কারণে এক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যথা- (ক) প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা। (খ) শিক্ষার মাধ্যমেই বিভিন্ন মত ও পথের বহু সংখ্যক মানুষের দল ও গোত্রকে একটি শক্তিশালী জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। (গ) সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী কেবল উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই তৈরী করা সম্ভব।[৬] ওয়েইনারের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে, দেশের ভবিষ্যত কালের শ্রেষ্ঠ মানুষদেরকে বাছাই করা ও তাদেরকে দেশের নেতৃত্ব দানের যোগ্য করে তোলা। একটি দেশের শিক্ষা বিভাগ সেই দেশের সংস্কৃতির

www.pathagar.com

ধারক ও বাহকদের নির্বাচিত করে, সেই জাতির সৃজনশীল প্রতিভাবানদের ও প্রশাসকদের বাছাই করে, একত্র করে এবং তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে।[৭] একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও লোক সংগ্রহে সে রাষ্ট্রের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নত বা আধুনিক সমাজ গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে J.S. Coleman এর মত হচ্ছে, "Only a formal institutionalized system of education can provide the specialized skills and training requisite for effective societal adaptation to the process of continuing structural differentiation in all sectors of modern society, and to the concomitant increase in specialization. Moreover, political capacity is manifestly dependent upon modern education.[৮]

রাজনৈতিক উন্নয়ন বা আধুনিকায়নের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকলেও যে সমাজ বা রাষ্ট্র বিভিন্ন সামাজিক বিরোধের নিষ্পত্তির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধনে সক্ষম সে সমাজ বা রাষ্ট্রকে উন্নত বা আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র বলে গ্রহণ করে নেয়া যায় (এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন পদবাচ্যদ্বয়কে পুরোপুরি সমার্থক বলেও অনেকে মনে করেন না)। রাজনৈতিক উন্নয়নের বহুবিধ উপাদান রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, জনগণ কর্তৃক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও প্রযুক্তিগত উন্নতি, বিশেষীকরণকৃত প্রতিষ্ঠান, জনগণের আধুনিক মানসিকতাও একটি উন্নত রাজনৈতিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। বলা হয় যে, "Education is the key that unlocks the door to modernization."[৯]

এ অধ্যয়নে প্রধানত গবেষণামূলক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রচনা, বিভিন্ন বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রকাশার্থে সরকারী প্রকাশনা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচনা হবে প্রধানত ইতিহাসাশ্রয়ী, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী।

www.pathagar.com

ইসলাম : ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বস্তুত একজন ব্যক্তি 'ইলম', জ্ঞান তথা শিক্ষা ব্যতীত সত্যিকার মুসলিম হতে পারেন না। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের কারণেই ফিরিশতাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। সূরা বাকারার ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং তিনি আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন"। সত্যিকার শিক্ষা বা জ্ঞানের মাধ্যমেই আল্লাহর সঙ্গে মানুষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আল কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে পড়তে বলার মাধ্যমে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিবর্গই আল্লাহকে ভয় করেন (ফাতির:২৮)।

কোরআন ও হাদীসের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে ইসলাম শিক্ষার ওপর কতো অধিক গুরুত্ব দিয়েছে তা স্পষ্ট হবে।

- নবীরা প্রেরিত হয়েছেন শিক্ষা দানের জন্য, আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তোমাদেরকে কোরান ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়, আর শিক্ষা দেয় সেসব বিষয় যা তোমরা জান না (সুরা বাকারা:১০১)।
- পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (সুরা আলাক:১)।
- হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর (সুরা তাহা:১১৪)।
- জ্ঞানী ও মুর্খরা কি কখনও সমকক্ষ হতে পারে? (যুমার:৯)।
- বিদ্যার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। তোমরা যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও (বায়হাকি ও ইবনে মাজাহ)।
- জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র (হাদীস)।

কোরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত বাণীসমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্য করেনি। বস্তুত ইসলাম শুধু

www.pathagar.com

শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়-জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে তার যথোপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। সূরা নেসায় যেমন বলা হয়েছে: নারী হোক বা পুরুষই হোক, সৎকর্মে সবাই সমান ফল ভোগ করবে। সূরা আহযাবের বক্তব্য অনুযায়ী এবাদত বন্দেগী, আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ, বেহেশতে স্থান লাভ ইত্যাদিতে স্ত্রী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই। এ কারণেই সংখ্যাগত দিক দিয়ে মানব সমাজের প্রায় অর্ধেক নারীর জন্যও ইসলাম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বা ফরজ করেছে।[১০] ইসলামের সূচনাকাল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যামানা থেকে শুরু করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ অর্থাৎ ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের প্রায় সমগুরুত্ব লাভ করেছিলেন।[১১]

ইসলাম শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমনি লিঙ্গভেদ করেনি তেমনি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলকে আমৃত্যু শিক্ষামনস্ক হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামে তাবলীগের গুরুত্ব অপরিসীম। 'তাবলীগ' শব্দের অর্থ পৌঁছে দেয়া, জ্ঞাত করা, প্রচার করা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "হে রাসুল, আপনার নিকট যা' অবতীর্ণ হয়েছে তা' পৌঁছিয়ে দিন (মানুষের নিকট)" (আল কোরআন: সূরা মায়েদা)। বর্তমান বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশে যে তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামায়াতের কাজ চলছে তা' হচ্ছে মূলত: বয়স্ক শিক্ষার কাজ। এ কারণে তাবলীগ জামাআতকে বয়স্কদের 'চলন্ত মাদ্রাসা' বা 'ভ্রাম্যমান মাদ্রাসা' বলা হয়।[১২]

ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির দিশারী একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার ন্যায় জাগতিক শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আলাক:০১)। এ বাণীর মর্মকথা হচ্ছে পড়, পর্যবেক্ষণ কর, উপলব্ধি কর এবং জ্ঞান লাভের জন্য তোমার স্রষ্টার নাম স্মরণ কর। কোরআনের এ অমোঘ বাণী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস বলা যায়। পর্যবেক্ষন, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জ্ঞান আহরণের কথা কোরআনের এই বাণীতে বলা হয়েছে। মানুষ জ্ঞান সাধনা দ্বারা যতো বেশী করে সৃষ্টি রহস্য, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তথা প্রকৃতিকে বুঝতে পারবে ততো বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। এজন্য জ্ঞান লাভের আকুতি মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। মুসলমানদের প্রার্থণা হবে: হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর (সূরা ত্বাহা:১১৪)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষার ওপর কতো গুরুত্ব দিতেন তা' অনুধাবন করা যায় বদর যুদ্ধে বন্দী শত্রুসেনাদের মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষাদানকে শর্ত করার মাধ্যমে। অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে শিক্ষা দানের

www.pathagar.com

শর্ত পূরণের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধ বন্দী মুক্তির ঘোষণা দিয়েছিলেন। যে সকল অমুসলিম শত্রু সৈন্য উপরিউক্ত শর্ত পূরণের মাধ্যমে মুক্তি পাবে তারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তারা জাগতিক বা ব্যবহারিক কাজে লাগে এমন শিক্ষাই কেবল মুসলমানদেরকে দিতে পারতেন। এ ছাড়া, জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাওয়ার যে আহ্বান ইসলাম জানিয়েছে তাতেও জাগতিক বা এ দুনিয়ার কাজে লাগে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্পষ্ট হয়। কারণ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য যে চীন দেশে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে সে সময় কোন মুসলমান ছিল না।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা মুসলমানরা শুরু করেছিলেন তা' ইসলামের প্রথম চার খলিফা, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ এবং পরবর্তীকালীন কিছু সময় অব্যাহত ছিল। এ সময় মুসলমানরা জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, স্থাপত্য কলা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, গণিত শাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাজনীতিসহ জাগতিক জ্ঞানের সকল শাখায় অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৩] গ্রহণ ও বর্জন নীতি অনুসরণের মাধ্যমে এ সময়কার মুসলমানেরা গ্রিক, পারসিক, ভারতীয় প্রভৃতি তৎকালীন উন্নত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদান গ্রহণ করে নিজেরা আরও সমৃদ্ধ এবং বিকশিত হয়েছেন-বিশ্ব সভ্যতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। "প্রকৃতপক্ষে সুদীর্ঘ নয়শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বহন করে দিক দিগন্তে আলোর রশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে দূর্ভাগ্য এই যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলে পরে তারা নিজেরাই অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। শতাব্দীর ব্যবধানেও তারা হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়নি।"[১৪]

www.pathagar.com

উপমহাদেশ ও বাংলায় মুসলিম শিক্ষা

মুসলমানদের ভারতবর্ষ বিজয়ের সূচনা হয় ৭১১ খৃষ্টাব্দে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের পূর্ব থেকেই সুফী-দরবেশদের দ্বারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। রাজ্য জয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারেও মুসলমানরা সব সময় চেষ্টিত হয়ে ছিল। বাংলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের ভাষা আরবী। ফলে মুসলিম শিক্ষা সাধনায় কোরআন ও আরবী ভাষা সব সময়েই প্রাধান্য বিস্তার করেছে।[১৫] প্রধানত খানকা, মকতব ও মাদ্রাসাই ছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রথম দিককার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। খানকা ও মকতবে কোরআন পাঠ, আরবী ফার্সী ভাষাজ্ঞান ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো। মাদ্রাসা ছিল উচ্চতর বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রতিষ্ঠান। মুঘল শাসনামলে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ জয়ের পর থেকে প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত বাংলা ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। এ সময়ের মুসলিম শাসক, প্রভাবশালী মহল ও ধনী ব্যক্তিরা মসজিদ, খানকাহ, মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য মুক্ত হস্তে দান করতেন-লাখেরাজ সম্পত্তি দিতেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ লাখেরাজ সম্পত্তি হিন্দু জমিদার ও প্রজাদেরকে ইজারা দেয়ার ফলে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে ম্যাক্সমুলার কর্তৃক পরিচালিত জরীপ অনুযায়ী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। উইলিয়াম এ্যাডামের জরীপ অনুসারে ১৮৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ১৭৬৫ সনে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার। ইংরেজ শাসনের শেষ ভাগে মাদ্রাসার সংখ্যা নেমে আসে দুই হাজারেরও কমে।[১৬]

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর ইংরেজরা ভারতীয়দের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। লর্ড মেকলের উক্তি অনুযায়ী শাসক ইংরেজগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ইউরোপীয় বিশেষত বৃটিশ শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ছিল, নিম্নোক্ত ধরণের একটি উপমহাদেশীয় জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা–"তারা হবে এমন এক শ্রেণীর লোক যারা রক্তে বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ।" ১৭৮০ সালে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রধানত: তৎকালীন অফিস-

www.pathagar.com

আদালতের ভাষা ফার্সী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে ইংরেজী হয় অফিস - আদালতের ভাষা। ইংরেজরা প্রাচ্যদেশের ধর্ম প্রভাবিত শিক্ষার পাশাপাশি আলাদাভাবে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ও এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড মেকলের বর্ণনায় ইংরেজ শিক্ষানীতির যে লক্ষ্য স্পষ্ট হয়েছে সেটি গ্রহণ করা উপমহাদেশের মুসলমানদের পক্ষে সঙ্গতকারণেই স্বাভাবিক ছিলনা। এছাড়া ইংরেজ সৃষ্ট স্কুল-কলেজগুলোর অধিকাংশ শিক্ষকও ছিলেন মুসলমানদের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ। একারণেও মুসলিম অভিভাবকগণ স্কুল-কলেজে নিজ সন্তানদেরকে পাঠাতে সে সময় অনিচ্ছুক ছিলেন।

ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানের ন্যায় বাংলার মুসলমানগণও প্রথমদিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের এককালের শাসকসুলভ জাত্যাভিমান ও পাপবোধ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানে প্রেরণা যোগায়।[১৭] মুসলমানরা মুসলিম জাতীয়তাবোধ, ইসলাম ধর্মশাস্ত্র, আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষাকেন্দ্রিক বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করে। ১৮৬৪ সালে পূর্বোক্ত লক্ষ্যাভিসারী মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল-উলুম-দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও স্যার সৈয়দ আহমদসহ অনেক বাস্তবতাবাদী মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক প্রয়োজনে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপর ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল বলে প্রচারণা চালাতে থাকেন। ১৯২০ সালে এতদুদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়।[১৮] ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা গড়তে থাকেন দেওবন্দ-কলকাতা মাদ্রাসা অনুসরণে মাদ্রাসা ও আলীগড় অনুসরণে স্কুল-কলেজ।[১৯]

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারনে আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসার। ভারতবর্ষে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে ইংরেজদের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন একথা আজ আর সম্ভবত অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসকল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেই ভারতের মুসলমান শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক দর্শনর দ্বারা প্রভাবিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ সচেতন মুসলমানগণ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন। প্রধানত এদের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনীতি এবং ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে এখনও আলীগড় ভাবাপন্নদের প্রাধান্য অনেক বেশী।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত: মাদ্রাসাসমূহে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য দেখে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কেবল মুসলমানরাই ধর্মীয় শিক্ষায় অত্যুৎসাহ ও বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, উপমহাদেশে ব্যবসা কিংবা সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে আগমনকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং ধর্মপ্রচারক দল সকলেই স্ব স্ব ধর্ম বিস্তারের লক্ষে শিক্ষাকে ব্যবহার করেছে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদের এদেশে আগমনের পর ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, দিনেমার বণিক সংস্থাসহ অন্যান্য সকলে বাণিজ্যের সঙ্গে স্ব স্ব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীসমূহকেও উপমহাদেশে নিয়ে আসে। শিক্ষা বিস্তার ছাড়া ধর্মপ্রচার সহজ ছিল না বিধায় মিশনারীসমূহ এদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্মবিস্তারই ছিল এঁদের প্রধান লক্ষ্য।[২০]

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা

ইসলামী জ্ঞানার্জন ও বিতরণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে মাদ্রাসা বলে।[২১] হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন মুসলমানদের প্রথম শিক্ষক। বলা হয়, ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক মদীনাবাসী নও মুসলিমদের শিক্ষা দানের নিমিত্তে প্রেরিত হযরত মুসআব ইবনে উমায়ির এর পরিচালনায় আসআদ ইবনে যুবাবার গৃহে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা।[২২]

মুসলমানদের প্রথম দিকের শিক্ষা ছিল প্রধানত মসজিদকেন্দ্রিক। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এতে উল্লেখিত আছে, উপমহাদেশে আগত মুসলমানরা অন্যান্য দেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু করেছিল। ধনী মুসলমানরা একাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, পাঠ্যসূচির ব্যাপক পরিবর্তন ও জাগতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করার ফলে মসজিদ ছাড়াও আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম সমাজে অনুভূত হতে থাকে।[২৩]

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মাদ্রাসাসমূহের ন্যায় বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহেও মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (১৬৭৯-১৭৪৮) প্রবর্তিত পাঠ্যসূচি ('দরসে নিযামী' বলে খ্যাত) প্রধানত অনুসৃত হয়। দরসে নিযামীতে নহু-সরফ (বাক্য ও শব্দ প্রকরণ), তাফসীর (কোরআনের ব্যখ্যা), হাদীস, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ (ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের নীতিমালা), মানতেক (তর্কশাস্ত্র), হিকমত (প্রাকৃতিক দর্শন), বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নানা বিষয় অন্তর্ভূক্ত হলেও মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত জাগতিক বিষয়সমূহ যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দেওবন্দ ও কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম মূলত দরসে নিযামীর অনুসরণে প্রণয়ন করা হয়। কলকাতা মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দানের জন্য ইংরেজদের প্রচেষ্টা মুসলমানদের বিরোধীতার জন্য প্রথমদিকে ব্যর্থ হলেও ১৮২৬ সাল থেকে মাদ্রাসা অঙ্গনে ইংরেজী শিক্ষা

www.pathagar.com

কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়। সময়ের পরিবর্তন ও বাস্তবতাবোধে মুসলমানরা প্রভাবিত হতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও অন্যান্যদের চেষ্টার ফলে বাংলার মুসলমানগণ ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে ক্রমান্বয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৮৮৪ সালে সরকারী মাদ্রাসায় বাংলা ও অংক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদেরকে তখন বাংলা, আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী-এ পাঁচটি ভাষা শিখতে হতো। সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করে তোলার জন্য আবু নসর ওয়াহিদের উদ্যোগে ১৯০৮ সালে নিউ স্কীম মাদ্রাসা চালু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে নানা চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে ১৯১৪ সালের 'Reformed Madrasah Scheme' অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে বাংলার মুসলিম সমাজের ক্ষোভ প্রশমনে বৃটিশ সরকার এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ চালু করা হবে। এ বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররাই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে-এটাই ছিল প্রত্যাশিত। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির সংস্কার সাধনপূর্বক কিছু কিছু মাদ্রাসাকে তদানীন্তন মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের করা হয়। এসব মাদ্রাসাই 'নিউ স্কীম মাদ্রাসা' নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়। আর কলিকাতা মাদ্রাসানুসারী বাংলার অন্যান্য মাদ্রাসা 'ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা' হিসেবে গন্য হতে থাকে। এভাবে শুরু হয় এক দেশে দু'ধরনের সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষার। ১৯৫৯ সালে আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলো হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানের আলীয়া মাদ্রাসাগুলো মূলত ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার উত্তরাধিকার বহন করছে। নিউ স্কীম মাদ্রসায় শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্যই প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়।[২৪]

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার প্রস্তাব বারবার উত্থাপিত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেয়ার কথা উঠে। শিক্ষাবিদগণ এ সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত মতামত প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন পূর্ব থেকে প্রচলিত ও এদেশের সাধারণ মুসলমান জনগণ কর্তৃক সমর্থিত এ ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি একেবারে উঠিয়ে দেয়ার পক্ষে জনমত ছিল না। সরকার জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীকালে সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করার প্রশ্ন গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে শুরু করে।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালে বর্তমান সরকারী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। সরকারী মাদ্রাসায় বর্তমানে প্রচলিত উক্ত পাঠ্যসূচি পূর্বের তুলনায় বাস্তবানুগ হলেও এটির আরও বহুবিধ সংস্কার প্রয়োজন। মাদ্রাসায় বাণিজ্য বিষয়ে লেখা-পড়ার কোন সুযোগ নেই। খুব কম সংখ্যক মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে। বাংলা, ইংরেজী ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পড়াবার শিক্ষকেরও রয়েছে স্বল্পতা। বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার জন্য গবেষণাগার সুবিধা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত ইসলামের ইতিহাস সরকারী মাদ্রাসায় পাঠ্য বিষয় হিসেবে রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও বিকাশসহ স্বদেশকে জানবার উপযোগী বিষয়সমূহ এখনও বিশেষভাবে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। সরকারী ও কওমী উভয় প্রকার মাদ্রাসার পাঠক্রমে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার, ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, আইন প্রভৃতি সম্পর্কেও শিক্ষা দানের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা নেই আলমাওয়ার্দী, আল-গাজ্জালী, আল-ফারাবী, ইবনে খলদুন, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে তাইমিয়াসহ অন্যান্য প্রখ্যাত মুসলিম সমাজ চিন্তাবিদদের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কিত ধারণা ও তার ব্যাখা-বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত হওয়ার।

বাংলাদেশে সরকারী মাদ্রাসার প্রায় সমসংখ্যক কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসা এখনও ব্যাপকভাবে 'দরসে নিযামী' অনুসরণ করছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাদ্রাসার নিম্নস্তরের পাঠ্যসূচিতে বাংলা ও অংক বর্তমানে অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছে। কওমী মাদ্রাসাসমূহে নেই অভিন্ন পাঠ্যসূচি ও অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি। সরকারী মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা যেখানে ১৬ বৎসর মেয়াদী, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাকাল সে স্থলে সুনির্ধারিত নয়। এ সকল মাদ্রাসায় অধ্যয়নকারী ছাত্রগণ পায়না সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন সনদপত্র। কওমী মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা নেই। সরকারী মাদ্রাসায় নগণ্য সংখ্যক ছাত্রী অধ্যয়ন করে থাকে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৫]

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় সমান্তরাল ভাবে দুই ধারায় প্রবাহিত। একটি হচ্ছে প্রধানত জাগতিক শিক্ষা দানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।[২৬] অপরটি হচ্ছে প্রধানত সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত আলীয়া নেছাব বা সিলেবাস অনুসারী মাদ্রাসা এবং সরকারী অনুমোদন গ্রহণ করেনা এমন কওমী বা বেসরকারী মাদ্রাসা। ১৯৮৮ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের অভিমত অনুসারে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে: এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষাকে পৃথকরূপে না ভেবে বরং দু'টিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে দেখা যায়। এ সমন্বিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা।[২৭] মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার

www.pathagar.com

দু'টি দিক পরিলক্ষিত হয় প্রথমটি হচ্ছে কোরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীআ ভিত্তিক। আর অপরটি হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর নিমিত্তে শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষার ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষাকে পৃথক না ভেবে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক রূপে দেখা। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক জাগতিক প্রয়োজনের নিমিত্তে শিক্ষার গুরুত্ব পূর্বে না দেয়া হলেও বর্তমানে ক্রমশ পূর্বোক্ত মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে বিভিন্ন কমিশন

শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে বৃটিশ আমল থেকেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলে আসছে। নানা সময় গঠিত হয়েছে বিভিন্ন কমিশন। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি, মেয়াদ, ব্যবস্থাপনা, শি০ক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এসব কমিশন ও কমিটি সুপারিশ করেছেন। এসব কমিশন ও কমিটির মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে: ১৯০৭ সালের আর্লে কনফারেন্সের সুপারিশ, ১৯২১ সালের শামসুল হুদা কমিটি, মুসলিম এডভাইজরী কমিটি ১৯৩১-৩৪, মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি ১৯৪১, আকরাম খান কমিটি ১৯৪৯-৫১, আশরাফুদ্দীন চৌধুরী কমিটি ১৯৫৬, আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন ১৯৫৭, এস,এম, শরীফ কমিশন ১৯৫৯, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ১৯৬৩-৬৪, হামদুর রহমান কমিশন ১৯৬৬, নুর খান কমিশন ১৯৬৯, শামসুল হুদা কমিশন ১৯৭০ অন্যতম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কমিশনসমূহের অন্যতম হচ্ছে, কুদরত-ই খুদা কমিশন ১৯৭৪, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৬, এম.এ.বারী কমিটি ১৯৭৭, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ ১৯৭৯, জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮, মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি ১৯৮৯ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭।[২৮]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন ঘোষিত হয়। এ কমিশন ১৯৭৪ সালে তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে। তৎকালীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় মূলনীতির আলোকে এ রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এতে বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠন প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মাদ্রাসাগুলিতে একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সর্বস্তরে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে হবে। আরবী হবে একটি ঐচ্ছিক দ্বিতীয় ভাষা। এ রিপোর্টের সুপারিশসমূহ কার্যকর হলে মাদ্রাসাগুলো মূলত তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতো। পরিণত হতো সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (নির্ঘন্টে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের সারাংশ দ্রষ্টব্য)।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে উপর্যুক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতিতেও মাদ্রাসা শিক্ষা আরও গুরুত্ব পায়। এতে মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইনষ্টিটিউট স্থাপন, মাদ্রাসার ৪টি স্তরকে সাধারণ শিক্ষার ৪টি স্তরের সমমর্যাদা প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমান বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের যে প্রস্তাব করা হয় তা পরবর্তীতে হয় বাস্তবায়িত।

অক্টোবর ২০০২ এর শেষ সপ্তাহে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রী ড.এম. ওসমান ফারুক নতুন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন।[২৯] মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত অধিকাংশ কমিশন ও কমিটির সুপারিশে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ শিক্ষা ধারার মর্যাদা দেয়া, সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর বিন্যাস করা, মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্বশাসিত করা, মাদ্রাসাসমূহকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড করা ইত্যাদি সুপারিশ রয়েছে।[৩০] যদিও এসব সুপারিশের অনেকগুলোই এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

www.pathagar.com

আলীয়া মাদ্রাসার স্তর, সমমান ও পাঠ্যসূচী

বৃটিশ আমলে পরিচালিত উইলিয়াম এ্যাডামের জরীপ অনুযায়ী মুসলিম শাসনামলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্তর ছিল দুইটি। ১. প্রাথমিক স্তর বা মক্তব ও ২. উচ্চস্তর বা মাদ্রাসা। এ ছাড়া মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো কুরআন শিক্ষা স্কুল চালু ছিল। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয়ে বা মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা, পঠন, লিখন ও গণিত মূল বিষয় ছিল। মাদ্রাসায় দেয়া হতো মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষা। ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, শাসনবিধি, দর্শন, বীজগণিত, ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত বিষয় ছিল। বিভিন্ন সময়ে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার স্তর, পাঠ্যসূচি, শিক্ষার মাধ্যমের পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তন ধারা অনুধাবনের লক্ষ্যে নিম্নে কিছু সংখ্যক নমুনা উপস্থাপিত হলো।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

নং	বিষয়	পাঠ্যপুস্তক
১	সরফ (শব্দ প্রকরণ)	মিযান, মুনশাইব পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ সরফমীর, দাস্তরুল মুবতাদী, ফসুলে আকবরী ইত্যাদি।
২	নাহউ (বাক্য প্রকরণ)	নাহুমীর, শারহেমেয়াতে আমিল, হিদায়াতুন্নাহ, কাফিয়া, শারহেযামী ইত্যাদি।
৩	বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)	মুখতাসারুল মায়ানী, মুতাওয়াল ও তালখীসুল মিফতাহ ইত্যাদি।
৪	আদব (আরবি সাহিত্য)	নুফতাহুল ইয়ামান, সারআহ মুয়াল্লকাহ, দিওয়ানে হামাসা, দীওয়ানে মুতানাব্বী ও মাকামাতে হারীরী।
৫	ফিকহ (ইসলামী আইন)	কুদুরী, শারহে বিকায়াহ, হিদায়াহ ইত্যাদি।
৬	উসুলে ফিকহ (আইন শাস্ত্রের নীতিমালা)	নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ-তালবীহ, মুসাল্লাম ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৭	মানতিক (তর্কশাস্ত্র)	সুগরা, কুবরা, মীযান, মানাতিক, কুতুবী, শারহে তানবীর, মোল্লা হাসান, হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি।
৮	হিকমত (প্রাকৃতিক দর্শন)	মায়বুযী, সাদরা ও শামসে বাযেগা ইত্যাদি।
৯	কালাম (ধর্ম তত্ত্ব)	শারহে আকায়েদ নাসাফী, খেয়ালী, মীরযাহেদ, উসুরে আম্মাহ ইত্যাদি।
১০	ফারাইয (অংশীদারিত্ব)	সিরাজী, শরীফিয়াহ ইত্যাদি।
১১	রিয়াযী ও হায়াত (গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা)	খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীর-ই ওকলীদাস, তাহরীর, শারহে চুগমানি, তাসরীহ ইত্যাদি।
১২	মুনাযিরা (প্রতিযোগিতা)	রশীদিয়াহ
১৩	তাফসীর (কোরআনের ব্যাখ্যা)	তাফসীরে জালালআইন, বায়হাকী।
১৪	হাদীস (রাসুলের বাণী)	বুখারী শরীফ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও ইবনে মাজা।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম ছিল মূলত আরবী। তবে উর্দু ও ফার্সী ভাষা ব্যাবহারেরও সুযোগ ছিল।[৩১]

১৯৪৭ সালে গঠিত মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের সনাতনী মাদ্রাসার মেয়াদ কাল:

নং	স্তরের নাম	মেয়াদকাল
১	জুনিয়র	৬ বছর
২	আলিম	৪ বছর
৩	ফাযিল	২ বছর
৪	কামিল	২ বছর

ওল্ড-স্কীমের বিভিন্ন স্তরের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ

নং	স্তরের নাম	কয়টি নেওয়া যায়	ঐচ্ছিক বিষয়ের নাম
১	জুনিয়র স্তর	একটি	ইংরেজি অথবা ফার্সি
২	আলিম স্তর	দুইটি	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফার্সি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান
৩	ফাযিল স্তর	একটি	বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি ও অর্থনীতি

www.pathagar.com

মাদ্রাসার বিভিন্ন স্তরের ভাষা

নং	স্তরের নাম	ভাষা
১	প্রাথমিক স্তর	আরবি, বাংলা ও উর্দু
২	জুনিয়র স্তর	আরবি, বাংলা, উর্দু, ইংরেজি ও ফার্সি
৩	আলিম স্তর	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও ফার্সির মধ্যে যে কোন দু'টি ভাষা
৪	ফাযিল স্তর	আরবিসহ বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও ফার্সির মধ্যে যে কোন আর একটি ভাষা

মাদ্রাসার বিভিন্ন স্তরে পাঠ্য বিষয়

নং	স্তরের নাম	পাঠ্য বিষয়ের নাম
১	প্রাথমিক স্তর	আরবি, বাংলা, উর্দু, দীনিয়াত, গণিত, ভূগোল ও গ্রামীন বিজ্ঞান
২	জুনিয়র স্তর	আরবি সাহিত্য ব্যকরণসহ, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজি/ফার্সি
৩	আলিম স্তর	আরবি সাহিত্য, ফারায়েয, মানতিক, মুনাযারা ও উসূলে ফিকহ, বালাগাত, ইসলামের ইতিহাসসহ যে কোন দুটি বিষয় (ইংরেজি, ফার্সি, বাংলা, উর্দু ও পৌরনীতি ও তৎসহ একটি কর্মমুখী বিষয় (দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ, সাবান প্রস্তুতি)
৪	ফাযিল স্তর	আরবি সাহিত্য (ব্যকরণ ও কম্পজিশানসহ), হাদিস, উসুলে ফিকহ, কালাম, আধুনিক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও তাসউদ, ইংরেজি/ফার্সি/বাংলা, উর্দু/অর্থনীতি (যে কোন একটি, দর্জি বিজ্ঞান, সাবান প্রস্তুত ও কাঠের কাজের মধ্যে একটি কর্মমুখী বিষয়), আলিম ও ফাজিল কোর্সে বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের মান হবে এস.এস.সি.-এর সমতুল্য।
৫	কামিল স্তর	নিম্নোক্ত ৬টি গ্রুপ - প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পড়ার সুযোগ থাকতে হবে : ১. হাদিস ও তাফসীর, ২. ফিকহ ও উসুলে ফিকহ ৩. আদাব-আরবি সাহিত্য (মডার্ন ও ক্লাসিক্যাল) ৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. ইসলামি দর্শন এবং তাবলীগ[৩২]

www.pathagar.com

মাওলানা আকরাম খাঁ কমিটির (১৯৪৯-৫১) সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন কোর্স, কোর্সের সময়কাল ও শিক্ষার মাধ্যম ছিল নিম্নরূপ:

ইং	কোর্সের নাম	মেয়াদ কাল
১	দাখিল	৪ বছর মেয়াদী
২	আলিম	৪ বছর মেয়াদী
৩	ফাযিল	২ বছর মেয়াদী
৪	কামিল	২ বছর মেয়াদী

নং	শিক্ষার স্তর ও পরীক্ষার নাম	শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার ভাষা	কোর্সের মেয়াদ
১	দাখিল	মাতৃভাষা	জুনিয়র স্কুলের মতই
২	আলিম	উর্দু	শেষ দুই বছর
৩	উাযিল	উর্দু	পূর্ণ কোর্স
৪	কামিল	আরবি	পূর্ণ কোর্স[৩৩]

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ১৯৬৩-৬৪ এর সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসার স্তর, ব্যাপ্তিকাল ও সমমান হবে নিম্নরূপ:

নং	স্তরের নাম	ব্যাপ্তিকাল	সমমান
১	দাখিল (আপার)	২ বছর	মাধ্যমিক স্তরের (অষ্টম শ্রেণী)
২	আলিম	২ বছর	মাধ্যমিক স্তর
৩	ফাযিল	২ বছর	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর
৪	কামিল	২ বছর	ডব.এ. (পাশ)
৫	কামিল (সম্মান)	৩ বছর	বি.এ. (সম্মান)
৬	তাখাসসুস	১ বছর	এম.এ[৩৪]

১৯৮৫ সাল হতে দাখিল এস. এস. সি. এবং ১৯৮৭ থেকে আলিম উচ্চ মাধ্যমিক এর সমমান সরকারী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কেবলমাত্র মাদ্রাসায় চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে ফাযিল স্নাতক এবং কামিল মাষ্টার্সের সমমানের ডিগ্রীরূপে বিবেচিত হয়। ফাযিল ও কামিলকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ডিগ্রী ও মাষ্টার্সের সমমান দেয়া হবে বলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আশা পোষন করছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের স্তর, শিক্ষার মেয়াদ, শিক্ষার্থীর বয়সসীমা, পাঠ্যসূচি, পূর্ণমান ইত্যাদি ছিল নিম্নরূপ:

ইং	শিক্ষার স্তর	শিক্ষা ব্যাপ্তি	মোট বছর	শিক্ষার্থীর বয়স সীমা
১	ইবতেদায়ী	১-৫ বছর	৫	৬-১০ বছর
২	দাখিল	৬-১০ বছর	৫	১১-১৫ বছর
৩	আলিম	১১-১২ বছর	২	১৭-১৮ বছর
৪	ফাযিল	১৩-১৪ বছর	২	১৯-২০ বছর
৫	কামিল	১৫-১৬ বছর	২	২১-২২ বছর[৩৫]

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি

ক. দাখিল

বিভাগসমূহের নাম	বিষয়সমূহের নাম		পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মজীদ ও তাজবীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলে ফিকহ	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজি	১০০
		৮. সাধারণ গণিত	১০০
		৯. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		১০. ভূগোল ও অর্থনীতি	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. পৌরনীতি ২. মানতিক ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. উচ্চতর বাংলা ৫. উর্দু ৬. ফার্সী ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য) ৮. কৃষি শিক্ষা ৯. উচ্চতর গণিত ১০. কম্পিউটার শিক্ষা ১১. সাধারণ বিজ্ঞান ১২. বেসিক ট্রেড	১০০
		সর্বমোট	১১০০

www.pathagar.com

বিভাগসমূহের নাম		বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মজীদ ও তাজবীদ ২. হাদীস শরীফ ৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র ৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র ৫. ফিকহ্ ও উসুলে ফিকহ্ ৬. বাংলা ৭. ইংরেজি ৮. সাধারণ গণিত ৯. সাধারণ বিজ্ঞান ১ম পত্র ১০. সাধারণ বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উচ্চতর গণিত ২. উচ্চতর বাংলা ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. উর্দু ৫. ফার্সী ৬. কৃষি শিক্ষা ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য) ৮. ভূগোল ও অর্থনীতি ৯. কম্পিউচার শিক্ষা ১০. বেসিক ট্রেড ১১. ইসলামের ইতিহাস ১২. সামাজিক বিজ্ঞান	১০০
		সর্বমোট	১১০০
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ ২. হাদীস শরীফ ৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র ৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র ৫. ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্ ৬. বাংলা ৭. ইংরেজি ৮. ইসলামের ইতিহাস ৯. তাজবিদ নসর ও নযম ১০. কিরআতে তারতীল ও হাদর (মৌখিক)	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উর্দু ২. ফার্সী ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট	১১০০

www.pathagar.com

হিফজুল কোরআন বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মজীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ্ ও উসুলে ফিকহ্	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজি	১০০
		৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৯. তাজবীদ	১০০
		১০. হিফজুল কোরআন-হাদর	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উর্দু ২. ফার্সী ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট	১১০০

খ. আলিম

বিভাগসমূহের নাম	বিষয়সমূহের নাম		পূর্ণমান
সাধারণ বিজ্ঞান	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসুলে হাদীস	১০০
		৩. আল ফিকহ্ ১ম পত্র	১০০
		৪. আল ফিকহ্ ২য় পত্র	১০০
		৫. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৬. আরবী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৭. বাংলা	১০০
		৮. ইংরেজি	১০০
		৯. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		১০. বাংলা ও মানতিক	১০০
	ঐচ্ছিক (যে কোন ১টি)	১. ইসলামী অর্থনীতি ২. পৌরনীতি ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. উর্দু ৫.ফার্সী	২০০
		সর্বমোট	১২০০

www.pathagar.com

বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মজীদ ২. হাদীস ও উসুলে হাদিস ৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের ১ম পত্রের অনুরূপ) ৪. আরবি সাহিত্য ৫. বাংলা ৬. ইংরেজি ৭. পদার্থ বিজ্ঞান ১ম পত্র ৮. পদার্থ বিজ্ঞান ২য় পত্র ৯. রসায়ন বিজ্ঞান ১ম পত্র ১০. রসায়ন বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. জীববিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র ২. উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্র ৩. আরবি সাহিত্য ১ম ও ২য় পত্র	২০০
		সর্বমোট	১২০০
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ ২. হাদীস ও উসুলে হাদিস ৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের ফিকহ ১ম পত্রের অনুরূপ) ৪. বাংলা ৫. ইংরেজি ৬. আরবি সাহিত্য (বিজ্ঞান বিভাগের অনুরূপ) ৭. তাজবিদ ১ম পত্র ৮. তাজবিদ ২য় পত্র ৯. কিরআতে তারতীল ১০. কিরআতে হাদর	১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামী অর্থনীতি ২. পৌরনীতি ৩. উচ্চতর গণিত ৪. উচ্চতর ইংরেজী ৫. উর্দু ৬. ফার্সী	২০০
		সর্বমোট	১২০০[৩৭]

www.pathagar.com

গ. ফাযিল

শ্রেণীর নাম	বিষয়সমূহের নাম		পূর্ণমান
ফাযিল	আবশ্যিক বিষয়	১. মাতৃভাষা (বাংলা/উর্দু/ইংরেজী বিকল্প, ১টি পত্র	১০০
		২. উলসুল কুরআন ওয়াল হাদীস, ৩টি পত্র	৩০০
		৩. উলসুল আরাবীয়া ওয়াশ শরীয়া (সাধারণ বিভাগের জন্য), উলসুল তাজবীদ ওয়াল ক্বিরাত (মুজাব্বিদ বিভাগের জন্য), ৩টি পত্র	৩০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামের ইতিহাস ২. উর্দু ৩. ফার্সী ৪. আরবী ৫. বাংলা ৬. ইসলামী দর্শন ৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৮. অর্থনীতি ৯. ইংরেজী	৩০০
		সর্বমোট	১০০০**

ঘ. কামিল

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
হাদীস বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	হাদীস ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	হাদীস ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	হাদীস ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	হাদীস ৬ষ্ঠ পত্র	১০০
	৭ম পত্র	তাফসীর ও উসুলে তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	তাফসীর ও উসুলে তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০

www.pathagar.com

ফিকহ্ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	কালাম ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	কালাম ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	ফিকহ্ ১ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	ফিকহ্ ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	উসূলে ফিকাহ ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	উসূলে ফিকাহ্ ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০
তাফসীর বিভাগ	১ম পত্র	তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	তাফসীর ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	তাফসীরুল হাদীস	১০০
	৭ম পত্র	ফিকহুল কুরআন	১০০
	৮ম পত্র	ইজাজুল কুরআন ও মায়ানিউল	১০০
	৯ম পত্র	কুরআন	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
		ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	
		সর্বমোট	১১০০

www.pathagar.com

	১ম পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন পদ্য) ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	আরবী সাহিত্য (প্রাচীন পদ্য) ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	আরবী সাহিত্য (আধুনিক গদ্য) ১ম	১০০
আদব	৬ষ্ঠ পত্র	পত্র	১০০
বিভাগ	৭ম পত্র	আরবী সাহিত্য (আধুনিক পদ্য) ২য়	১০০
	৮ম পত্র	পত্র	১০০
	৯ম পত্র	বালাগাত, আরুজ ও কাফিয়া	১০০
	১০ম পত্র	নাকদুল আদাব	১০০
		আল কিতাবাতু ওয়াল খিতাবাতু	১০০
		আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস	
		মৌখিক পরীক্ষা	
		সর্বমোট	১১০০
	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	উসূলে ক্বিরাআত আশারা ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর ৫ম পত্র	১০০
মুজাব্বিদ	৬ষ্ঠ পত্র	উসূলে ক্বিরাআত আশারা ২য় পত্র	১০০
বিভাগ	৭ম পত্র	ইযরা ক্বিরাআত আশারা	১০০
	৮ম পত্র	মশক ক্বিরাআত আশারা	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০[৩১]

১৯৭৬ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাস ও উপর্যুক্ত পাঠক্রমের প্রায় অনুরূপ (নির্ঘন্ট দ্রষ্টব্য)। নিম্নে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত এবতেদায়ী পর্যায়ের মাদ্রাসায় অনুসৃত পাঠ্যসূচি উপস্থাপিত হলো।

www.pathagar.com

ইবতেদায়ী

শ্রেণী	পাঠ্যসূচি
শিশু	নুরানী কায়দা, বাংলা, ইংরেজী, অংক
প্রথম	কুরআন, আরবী, আকাঈদ, বাংলা, ইংরেজী
দ্বিতীয়	কুরআন, আরবী, আকাঈদ, বাংলা, ইংরেজী, গণিত
তৃতীয়	কুরআন, আকাঈদ, বাংলা, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজী, গ্রামার, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান
চতুর্থ	কুরআন, আকাঈদ, আরবী (২টি পত্র), বাংলা, ব্যাকরণ, ইংরেজী, গ্রামার, গণিত, বিজ্ঞান
পঞ্চম	কুরআন, আকাঈদ, আরবী (২টি পত্র), বাংলা, ব্যাকরণ, ইংরেজী, গ্রামার, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান।[৪০]

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার দাবী পূরণের নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যসূচিতে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করে একে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে অনেক জাগতিক বিষয় বর্তমানে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। জটিল ধর্মশাস্ত্রের নানা বিষয়ের পাশাপাশি জটিল জাগতিক বিষয়সমূহ সমগুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাধারণ ভাবে সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থা দূরীকরণের নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলে অভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন।[৪১]

www.pathagar.com

কওমী মাদ্রাসা: স্তর ও পাঠ্যসূচি

বাংলাদেশে সরকারী মাদ্রাসার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের বহু সংখ্যক কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। কওমী মাদ্রাসাসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নেই। ভারতের দারুল উলুম, দেওবন্দের অনুসরণে দরসে নিযামী পাঠ্যক্রম এসব মাদ্রাসার অধিকাংশ এখনও অনুসৃত হয়। সরকারী মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যে পরিবর্তন হয়েছে কওমী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে তা হয়নি। প্রত্যেকটি কওমী মাদ্রাসা প্রধানত এর 'মুহতামিম' (পরিচালক) ও মুদাররেছে কেরামের (সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী) ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। সাধারনত কওমী মাদ্রাসাসমূহে দশ বৎসর স্থায়ী শিক্ষাকাল অনুসৃত হয়ে থাকে। অবশ্য কওমী মাদ্রাসায় ভর্তির আগেই শিক্ষার্থীকে নজরানা কোরআন পাঠ, আরবী বর্ণমালা জ্ঞান, সাধারণ উর্দু পাঠ শিক্ষা আয়ত্ব করতে হয়। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা প্রধানত ৩টি স্তরে হয়ে থাকে। যেমন-

স্তর	পাঠ্য বিষয়
১ম	কোরআন পাঠ, দ্বীনিয়াত, উর্দু, আরবী, বাংলা
২য়	আরবী, ফেকাহ, উসুলে ফিকাহ, তাফসীর, মানতেক, বালাগাত, আদব (আরবী সাহিত্য), নহু-সরফ, তারিখ (ইতিহাস)
২য়	হাদীস (সিহাহ সিত্তার হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস)[৪২]

কোন কোন কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা স্তর ও সিলেবাসে বেশ ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। নমুনা হিসেবে আল জামেয়াতুল ইসলামীয়া পটিয়ার শিক্ষা স্তর ও পাঠ্যসূচি নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

প্রাথমিক স্তর : (পাঁচ বছর) এতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী পড়ানো হয়। যথা, তাওহীদ, উসুলে দ্বীন বা ইসলামের মূল নীতি, ফেকাহ শাস্ত্রের মাসায়েল, শারীরিক ইবাদতের অনুশীলন এবং নামায ও অন্যান্য ইবাদত প্রণালীর বাস্তব প্রশিক্ষণ, তাজবীদ ও ক্বেরাত, উর্দু, ফারসী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞানের মূল নীতি।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্তর : (তিন বছর) পাঠ্য তালিকা নিম্নরূপ-

ফেকাহ্ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের তাজবীদ ও কেরাত, আরবী সাহিত্য, আরবী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ, নৈতিক চরিত্র বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রসূল (সঃ) এর জীবন চরিত, মানতিক ও উসুলে ফেকাহ্।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর : (তিন বছর) পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ-

তাফসীরে কোরান, সমকালীন ফেকাহ্, আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার শাস্ত্র, আরবী সাহিত্য, মানতিক বা তর্কশাস্ত্র, উসুলে ফেকাহ্ বা ফেকাহ্র মূলনীতি, উসুলে হাদীছ বা হাদীছের মূলনীতি, মীরাছ বা উত্তরাধিকার আইন।

চূড়ান্ত বা স্নাতক স্তর : (চার বছর) ঃ পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ-

তাফসীরে কোরআন, কোরআন দর্শন, হাদীছ শাস্ত্র, সাধারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা সৌর বিজ্ঞানের মূল দর্শন, পদার্থ বিজ্ঞানের মূল দর্শন, পরিবেশ বিজ্ঞান, উসুলে দ্বীন, কালাম শাস্ত্র, তুলনামূলক ফেকাহ্শাস্ত্র, উসুলে ফেকাহ্।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ স্তরের শেষ বর্ষ দাওরায়ে হাদীছ বা সিহাহ ছিত্তাহর জন্য নির্ধারিত।

স্নাতকোত্তর বিভাগ সমূহ-

১. ইলমে কোরআন, ২. ইলমে হাদীছ, ৩. ইলমে ফিকাহ্, ৪. আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ৫. ইলমে তাজবীদ ও কিরাত ৬. দর্শন ও বিজ্ঞান, ৭. বাংলা সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা।[৪৩]

উপরিউক্ত মাদ্রাসায় কিন্ডারগার্টেন, হাফেজিয়া, কারিগরী, চিকিৎসা ও ফতোয়াসহ বিশেষ বিভাগসমূহ রয়েছে।

১। ইসলামী কিন্ডারগার্টেন বিভাগ

পাঠ্যক্রম : শিশুদেরকে আরবী বর্ণমালার বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন, দেখে দেখে কোরআন পাঠ, তাওহীদ ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা, নামায ও অন্যান্য ইবাদতের বাস্তব প্রশিক্ষণ, বাংলা, ইংরেজী, অংক ও পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদি।

২. তাহফীজুল কোরআন বিভাগ :

এ বিভাগে তাজবীদ ও কিরাত সহকারে ছাত্রদেরকে কোরআন হিফজ করানো হয়।

৩. ইসলামী কারিগরী প্রশিক্ষণ বিভাগ :

কোর্সসমূহ : ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেড, মেকানিক্যাল ট্রেড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকণ্ডিশনিং।

৪. ইসলামী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় :

ইসলামী ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ও উচ্চতর শিক্ষাদানের লক্ষ্যে "ইসলামী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়" প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

www.pathagar.com

দারুল ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ

মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, সমস্যার কোরআন-হাদীছ ভিত্তিক সমাধান দানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ বিভাগ। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন এবং বিভিন্ন সংকলন প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজও করা হয়। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদগণের প্রকাশনা সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত এ বিভাগের পক্ষ থেকে হাজার হাজার সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে।[৪৪] পটিয়া মাদ্রাসার ন্যায় চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ মইনুল ইসলাম মাদ্রাসায় দারুল ইফতা বিভাগ রয়েছে।[৪৫]

কোন কোন কওমী মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরে বাংলা, অংক ও ইসলামের ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ২য় ও ৩য় স্তরের পাঠ্যসূচিতে উপরোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত না থাকায় প্রথম স্তরের শিক্ষার্থীর কাছেও উপরোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়না। বাংলা, অংক প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক পাওয়াও কওমী মাদ্রাসাসমূহের জন্য কষ্টকর। একটি কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে জাগতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে কি হবে না তা প্রধানত : মাদ্রাসা পরিচালকের শিক্ষা, অভিরুচি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কওমী মাদ্রাসায় সরকারী সাহায্য দানের বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হয়। জানা যায় যে, কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে কিছু কিছু জাগতিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ও উক্ত মাদ্রাসাসমূহ পরিচালনায় আংশিকভাবে হলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা গেলে সে সব মাদ্রাসায় সরকারী অনুদান দেয়ার কথা গভীরভাবে চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু কওমী মাদ্রাসাসমূহের কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মত হননি।[৪৬]

বলা হয়, কওমী মাদ্রাসায় ধর্ম শিক্ষা আছে, কর্ম শিক্ষা নেই। প্রয়োজন ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়।[৪৭] এ জাতীয়, মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী ব্যাকরণ শিখতে শিক্ষার্থীকে অত্যন্ত বেশী সময় ব্যয় করতে হতো। জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়না বিধায় কেবল মসজিদের ইমামতি, কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কিংবা মুবাল্লিগের দায়িত্ব পালনই কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারীদের স্বাভাবিক পেশা হয়ে থাকে।[৪৮] বাংলাদেশের আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন 'জমিয়তুল মোদাররেছীন' এর প্রচেষ্টায় আলীয়া মাদ্রাসায় জাগতিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্তি ত্বরান্বিত হয়। এর পূর্বে উভয় ধরনের মাদ্রাসা সিলেবাস প্রায় অভিন্ন ছিল অর্থাৎ দরসে নিযামী অনুসৃত হতো। কওমী মাদ্রাসায় কোরান ও হাদীস এবং আলীয়া

www.pathagar.com

মাদ্রাসায় ফেকাহ্ ও মানতেকের ওপর বেশী জোর দেয়া হতো। খ্যাতিমান কওমী শিক্ষাবিদদের আশাবাদ হচ্ছে কওমী মাদ্রাসায় আধুনিক বিষয়ের সংযোজন হলেও এর মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকবে। দেওবন্দেও তাই রয়েছে।[৪৯]

সময়ের প্রয়োজনের প্রতি অতি মন্থর গতিতে হলেও কওমী মাদ্রাসা ব্যবস্থাপকদের সাড়া দিতে হচ্ছে।[৫০] এ জাতীয় মাদ্রাসায় দারুল উলুম, দেওবন্দ, ভারত অনুসারী সিলেবাস এখনও প্রধানত চালু থাকলেও নিম্ন স্তরের সিলেবাসে কিছু কিছু জাগতিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। অনেক কওমী মাদ্রাসা ইতোমধ্যে ফার্সী পরিত্যাগ করেছে।[৫১]

'বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা সংগঠকদের বৃহত্তম সংগঠন বলে জানা যায়। বেশ কয়েকশত মাদ্রাসা এ সংগঠনের সিলেবাস অনুসরণ করে থাকে।[৫২] এ সংগঠন কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা স্তর ও সিলেবাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নিম্নে বেফাক অনুমোদিত কওমী মাদ্রাসার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি উপস্থাপিত হলো। কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের পরিবর্তন ধারা এবং আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাসের সঙ্গে কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের পার্থক্য এর দ্বারা বোঝা যাবে।

শিশু শ্রেণী

আরবী, দ্বীনিয়াত, বাংলা ও অংক

প্রথম শ্রেণী

আরবী, দ্বীনিয়াত, বাংলা, অংক ও ইংরেজী

দ্বিতীয় শ্রেণী

আরবী, দ্বীনিয়াত, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইংরেজী ও উর্দু

তৃতীয় শ্রেণী

আরবী, দ্বীনিয়াত, বাংলা, অংক, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, উর্দু ও ইংরেজী

চতুর্থ শ্রেণী

আরবী, দ্বীনিয়াত, বাংলা ও ব্যকরণ, অংক, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, উর্দু ও ইংরেজী

পঞ্চম শ্রেণী

আরবী, দ্বীনিয়াত, বাংলা ও ব্যকরণ, অংক, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল, উর্দু ও উর্দু ব্যকরণ, ফারসী/ইংরেজী

www.pathagar.com

ষষ্ঠ শ্রেণী

আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ফিকাহ, বাংলা, সমাজ, ইতিহাস, গণিত, তাজবীদ, ফারসী ও উর্দু সাহিত্য

সপ্তম শ্রেণী

আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ফিকাহ, বাংলা, সমাজ, ইতিহাস, তাজবীদ ও ফারসী সাহিত্য

অষ্টম শ্রেণী

আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ফিকাহ, বাংলা, সমাজ, ইতিহাস, মানতিক, তাজবীদ, ফারসী ও হিফয[৫৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কওমী মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচিতে বাংলা, অংক ইত্যাদি কিছু বিষয় বর্তমানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যদিও এসব নতুন বিষয়গুলো কওমী মাদ্রাসায় খুব গুরুত্ব লাভ করেনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ধর্মীয় বিষয়সমূহ এমনকি আরবী ভাষা বলা ও লিখাতেও প্রায় ৯৯% শিক্ষার্থী কোন দক্ষতা অর্জন করেনা। কেবল শুদ্ধভাবে কোরান পাঠ এবং কোরান হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ এবং কিছু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ জানার মধ্যে এঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ শিক্ষার্থী লাভ করেনা বাংলা, উর্দু কিংবা আরবী ভাষায় শুদ্ধভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার জ্ঞান।

www.pathagar.com

ফোরকানিয়া, হিফজুল কোরআন ও অন্যান্য মাদ্রাসা

বাংলাদেশে উপর্যুক্ত আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসা ছাড়াও হাজার হাজার ফোরকানিয়া মাদ্রাসা বা মক্তব এবং বেশ কিছু কোরান হিফয (মুখস্তকরণ) এর মাদ্রাসা রয়েছে। ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় দেখে দেখে শুদ্ধ কোরান পাঠ ছাড়াও ইসলামী জীবন পদ্ধতির কিছু মৌলিক বিষয়– যেমন, নামাজ পড়ার নিয়ম কানুন, দোয়া-দরুদ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। কোন কোন ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান এবং প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও দেখতে পাওয়া যায়।[৫৪]

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাকে গণশিক্ষা বিস্তারে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এরও উপর্যুক্ত বিষয়ে কর্মসূচি রয়েছে।[৫৫]

বাংলাদেশের অনেক আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসার সঙ্গে কোরান শরীফ হিফযের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অনেকগুলো স্বতন্ত্র হিফযের মাদ্রাসা। অনেক হিফযের মাদ্রাসা বিশেষ বিশেষ নিয়মও অনুসরণ করে থাকে। নিম্নে 'বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' কর্তৃক অনুসৃত হিফযের পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

হিফযের নিছাবের অন্তর্ভূক্ত বিষয় হবে মোট চারটি। যথা:-

১. হিফযুল কুরআন : ৩০ পারা মুখস্ত, হদর ও তারতীল উভয় প্রকারে-আমলী তাজবীদসহ।
২. তাজবীদ : নুজহাতুল ক্বারী বা সমপর্যায়ের কোন কিতাবের মাসায়েলসমূহ যুবানী পড়াতে হবে ছিফঅতে হরফ ব্যতীত।
৩. তাহযীব : (ক) আদইয়ায়ে মাসনূনাহ। যুবানী শেখাতে হবে। এরও একটা চার্ট থাকতে হবে। (খ) আমল-আখলাক ও ঈমান-আকীদা : ঈমান-আকীদা ও চরিত্র গঠনমূলক কোন বইয়ের সাহায্যে এগুলো শেখাতে হবে এবং ছাত্রদেরকে চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলতে হবে।
৪. মাসায়েলে জরুরিয়া : আকাইদসহ জরুরী মাসায়েল শেখাতে হবে। জরুরী মাসায়েলের মধ্যে আকাইদ, উযু, গোছল, তাইয়াম্মুম, পানি, নাজাসাত, ইস্তেঞ্জা, আযান, নামাজ, রোজা, কুরবানী, আক্বীক্বাহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। রাহে

www.pathagar.com

নাজাত (বাংলা) বা সমপর্যায়ের কোন কিতাব অবলম্বনে এগুলো শেখাতে হবে।

পরীক্ষা : বিষয় মোট ৩টি। মান : ২০০

১। হিফয-এর মান= ১০০	প্রশ্ন মোট ৩ টি-বাধ্যতামূলক	পাশ নম্বর হবে ৫০
২। তাজবীদ-এর মান= ৫০	প্রশ্ন মোট ৩ টি। তন্মধ্যে দুটির জবাব কাম্য	পাশ নম্বর হবে ২০
৩। মাসায়েল-এর মান= ৫০	প্রশ্ন মোট ৩ টি। তন্মধ্যে দুটির জবাব কাম্য	পাশ নম্বর হবে ২০

বিভাগ : মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পাশের বিভাগ নির্ধারিত হবে। তৃতীয় বিভাগ (মাকবুল) : নং ৯০, ২য় বিভাগ (জায়্যিদ) : নং ১২০, ১ম বিভাগ (জায়্যিদ জিদ্দান) : নং ১৫০ এবং মুমতায : নং ১৭০।[৫৬]

বাংলাদেশের নানাস্থানে বিশেষত: শহরাঞ্চলে বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন ধাঁচের মাদ্রাসা, মসজিদকেন্দ্রিক কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, বিশেষ ধরনের মহিলা মাদ্রাসা, দ্রুততম সময়ে শুদ্ধ কোরান শিক্ষা মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ ধাঁচের মাদ্রাসা প্রভৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাগতিক জীবনেও যাতে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন এসব মাদ্রাসা সে লক্ষ্যে বিশেষ কারিকুলাম ও অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ প্রয়াস চালাচ্ছে। চেষ্টা চলছে প্রকৌশল মাদ্রাসা, মেডিক্যাল মাদ্রাসা, কৃষি মাদ্রাসা, কারিগরী মাদ্রাসা, হোমিওপ্যাথি মাদ্রাসা, কবিরাজী মাদ্রাসা, হেকিমী মাদ্রাসা ইত্যাদি পেশা শিক্ষা মাদ্রসা চালু করার।[৫৭]

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রায় সব সময়েই বিদেশী ভাষা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। নানা কারণে বাংলার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা উর্দু প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। আরবী কোরআন ও হাদীসের ভাষা হিসেবে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। মুসলিম শাসনামলে এমনকি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও ফার্সী ছিল অফিস-আদালতের ভাষা। পরে ইংরেজী ভাষা রাজভাষা হয়ে গেলে ইংরেজীও ধীরে ধীরে মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় রূপে অন্তর্ভূক্ত হয়। আর বাংলাতো বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা। তবে বাংলা মাতৃভাষা হলেও মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকায় কখনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি। পূর্বে এর স্থান ছিল উর্দু ভাষারও পরে। একজন বাংলাদেশী মুসলমান মাদ্রাসা ছাত্রকে পাঁচটি ভাষা শিখতে হতো। মূল পঠিতব্য বিষয়তো রয়েছেই। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মুজফফর আহমদ লিখেছিলেন "কালের গতির সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য নেই। -- সকল দেশের সকল জাতি শিক্ষা লাভ করে মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায়, আর এই দেশের মাদরাসার দুয়ারে বড় অক্ষরে লেখা থাকে 'মাতৃভাষার প্রবেশ নিষেধ", আরবী ভাষাতো এ দেশবাসীর নিকট বিদেশী ভাষা আছেই, তাহা আবার শিক্ষা দেওয়া হইবে আর এক বিদেশী ভাষায়, ফার্সী বা উর্দুর মধ্যবর্তিতায়। .... বঙ্গদেশের মাদরাসায় বঙ্গদেশের লোকের মাতৃভাষা অবশ্যই পাঠ্যরূপে পঠিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। মাদরাসা শিক্ষার Medium উর্দু কিংবা ফারসী না হইয়া বাংলাই হওয়া উচিৎ।"[৫৮]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, কলকাতার সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার সূচনাকালে শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উর্দু ও ফার্সীরও অনুমোদন ছিল। মাওলানা আকরাম খান কমিশনের (১৯৪৯-৫১) সুপারিশে দাখিল পর্যায়ের শিক্ষা মাতৃভাষা, আলিম ও ফাযিল পর্যায়ের শিক্ষা উর্দুতে ও কামিল পর্যায়ের শিক্ষা আরবীর মাধ্যমে প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৬ সালে গঠিত আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী কমিশনের রিপোর্টেও প্রায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ পায়। ১৯৫৭ সালে গঠিত আতাউর রহমান কমিশনের সুপারিশে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা গ্রহণের জোরালো সুপারিশ ছিল।[৫৯]

www.pathagar.com

বর্তমানে আলীয়া পাঠ্যসূচি অনুসারী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রধানত বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। কোরান ও হাদীসের ভাষা আরবী বিধায় বাংলার পরেই মাদ্রাসাসমূহে আরবী ভাষা গুরুত্ব পায়। কওমী মাদ্রাসাসমূহেও এখন বাংলা ভাষা অধ্যয়ন গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষার বাহন হিসেবেও বাংলার মর্যাদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যও সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[৮০]

www.pathagar.com

মাদ্রাসার শিক্ষাকাল

পূর্বে পুরো মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম সমাপনে সময় লাগতো ৭ বৎসর। অবশ্য মাদ্রাসায় ভর্তির আগেই শিক্ষার্থীকে আরবী বর্ণমালা জ্ঞান, নজরানা কোরআন পাঠ ও উর্দু ভাষা জ্ঞান অর্জন করতো হতো। ১৮৭১ সালে সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষাকাল ৮ বৎসর করা হয়। ১৯০৯ সালে তা বাড়িয়ে করা হয় ১১ বৎসর। সে বৎসরেই তদানীন্তন জনশিক্ষা পরিচালক আর্চডেল আর্লের নেতৃত্বে গঠিত আর্ল কমিটির সুপারিশক্রমে তিন বৎসরের 'টাইটেল কোর্স' (বর্তমানে দুই বৎসরের) প্রবর্তিত হয়। ফলে মাদ্রাসার মোট শিক্ষাকাল ১৪ বৎসরে পরিগণিত হয়। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষাকাল ১৬ বৎসর করা হয়েছে।[৬১]

কওমী মাদ্রাসায় এখনও পুরোপুরি অভিন্ন শিক্ষা মেয়াদ অনুসৃত হয়না। তবে বড় বড় কওমী মাদ্রাসাকে এখন আলীয়া নেছাব অনুসারী মাদ্রাসার মেয়াদ অনুসরণ প্রয়াসী হতে দেখা যায়। যেমন আল জামেয়াতুল ইসলামীয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় ৫ বৎসরের প্রাথমিক স্তর, তিন বৎসরের মাধ্যমিক স্তর, তিন বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, চার বৎসরের চূড়ান্ত বা স্নাতক স্তর অর্থাৎ মোট ১৫ বৎসর মেয়াদের শিক্ষা প্রদানের দাবী করা হয়। উক্ত মাদ্রাসায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়নি।[৬২] এ অধ্যয়নের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এ গবেষক বাংলাদেশের বড় বড় কওমী মাদ্রাসার অনেকগুলোতে গমন করে দেখেছেন যে, কওমী মাদ্রাসাসমূহে কোন অভিন্ন শিক্ষা মেয়াদ অনুসৃত হয়না। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই সেখানে চূড়ান্ত। অধিকাংশ কওমী মাদ্রাসায় এখনও ৭-১০ বছর মেয়াদকালীন শিক্ষা দেয়া হয়। একজন শিক্ষার্থীর মেধা, অধ্যবসায় এবং শিক্ষকের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে পুরো কওমী পাঠ্যসূচি সমাপনে একজন শিক্ষার্থীর কতো বছর সময় ব্যয় হবে।[৬৩]

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ

১৮২১ সালের পূর্ব পর্যন্ত 'দরসে নিযামী' অনুসারে অর্থাৎ শিক্ষার্থী-শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি নির্ধারণ করা হতো। কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা বা কৃতকার্যতার প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২১ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। কলকাতা মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা এ্যাডুকেশন বোর্ড কলকাতা মাদ্রাসার সিলেবাস অনুযায়ী অন্যান্য মাদ্রাসাসমূহের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ১৮২৮ সালে ঐ বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে মাদ্রাসা এ্যাডুকেশন বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়।[৬]

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্ম পরিধি ও গুরুত্ব অনুযায়ী এ বোর্ডের কার্যক্রম আদৌ পর্যাপ্ত নয়। ইবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত সমগ্র দেশে বিস্তৃত হাজার হাজার মাদ্রাসার মঞ্জুরি প্রদান, নবায়ন, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ইত্যাদি জটিল কাজ এ বোর্ডকে করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, দক্ষ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা, কারিগরী সরঞ্জাম ইত্যাদির অভাব মাদ্রাসা বোর্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করলেই স্পষ্ট হবে। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

দারুল উলুম, দেওবন্দ মাদ্রাসা অনুসারী কওমী মাদ্রাসাসমূহে পূর্বোল্লেখিত দরসে নিযামীভিত্তিক পরীক্ষা পদ্বতি সব সময়েই অনুসৃত হতো । বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে এখনো দরছে নিযামী ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। তবে বেশ ক'টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া, বাংলাদেশ' অন্যতম। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

১. (ক) বাংলাদেশের প্রচলিত কওমী মাদ্রাসাসমূহকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা।
(খ) দ্বীন ইসলামের হেফাযত, তা'লীম, তাবলীগ এবং এ'লায়ে কালেমাতুল্লাহর নিমিত্ত পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির দ্বার সম্প্রসারণ করা।
২. কওমী মাদ্রাসাসমূহকে জনগণের নিকট একনিষ্ঠ ধর্মীয় খেদমতগার হিসাবে পরিচিত করা। দ্বীনী শিক্ষা লাভের প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করা।

www.pathagar.com

৩. কওমী মাদ্রাসাসমূহকে বর্তমান যুগের সর্ব প্রকার ফেতনা-ফাসাদ ও বিরোধী শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্রের হাত হতে রক্ষা করা।

৪. কওমী মাদ্রাসাসমূহের তা'লীম ও তারবিয়াতের মান উন্নত করা।

৫. যোগ্য মুদাররিস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।

৭. কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরামকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮. কওমী মাদ্রাসাসমূহের একমাত্র দ্বীনী আরবী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি সকল মহলের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা।

৯. কওমী মাদ্রাসাসমূহের আর্থিক মানোন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন ও সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে বেফাকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

১১. আরবী ভাষা এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা।[৮৮]

উপর্যুক্ত সংগঠন ছাড়াও 'আজাদ দ্বীনী তালিমী এদারা', 'এত্তেফাকুল মাদারেসুল আরাবিয়া' প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের দায়িত্ব পালন করছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেকগুলো কওমী মাদ্রাসা সংযুক্ত থেকে সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি উন্নয়ন প্রয়াস চালাচ্ছে।[৮৯]

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আদৌ কোন ব্যবস্থা ছিল না। যদিও এর প্রয়োজনীয়তা সব সময় অনুভূত হয়েছে। শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সকল কমিশন/কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্ব সহকারে তাদের সুপারিশে উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৭ সালে সৈয়দ মুয়াযযম হোসাইনের নেতৃত্বে গঠিত 'মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটি'র রিপোর্টে ৭. ক তে বলা হয়েছে "মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণার্থে অতি শীঘ্র একটি শিক্ষক-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা অপরিহার্য। সাথে সাথে উপযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণার্থে মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা গেল।"[৬৭] ড. এম. এ. বারীর নেতৃত্বে গঠিত 'মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি' (১৯৮৯) সকল পর্যায়ের (এবতেদায়ী-কামিল) মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান ব্যবস্থাকল্পে বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেছে।

আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য গাজীপুরে অবস্থিত 'মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' বর্তমানে কাজ করছে। এর আগে অবশ্য কেবলমাত্র মাদ্রাসা অধ্যক্ষদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়ার কয়েকটি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছিল। গাজীপুরে অবস্থিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আরও মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট মহল মত প্রকাশ করেছেন। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকলেও বিষয়টির গুরুত্ব উপরিউক্ত ধারার শিক্ষকগণ ব্যাপকভাবে অনুভব করেন। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক কওমী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সীমিত প্রচেষ্টা বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৬৮]

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপ্তি

নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মাদ্রাসা সংখ্যা, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যার চিত্র দেয়া হলো।

ক্রমবর্ধমান মাদ্রাসা সংখ্যা

সন	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল	মোট
১৯৪৭-৪৮	-	২২৪	১৫৪	-	৩৭৮
১৯৫০	১৪৭	৭৮	১৭৩	৪	৪০২
১৯৬০	৫০০	২৫০	১৭৪	১৭	৯৫১
১৯৬৫	৫৮৮	২৩০	২৮৫	২৬	১১২৯
১৯৭২-৭৩	৫২৮	২৯৮	৪৮২	৪৩	১৩৫২
১৯৮০	১৪০২	৪১২	৫৯৬	৫৬	২৪৬৬
১৯৮৫	২০৬৮	৬৩৫	৬১৫	৬৯	৩৩৮৭
১৯৯০	৪৩০৬	৭৬০	৭১৭	৯১	৫৮৭৩
১৯৯৮	৪৭৯৫	৯৬৯	৯৫৬	১১৮	৬৮৩৮
১৯৯৯	৪৮৬৫	১০৯০	১০০০	১৩৮	৭০৯৩

বর্তমান বাংলাদেশে তিনটি পুর্নাঙ্গ সরকারী মাদ্রাসা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা (১৯৪৭); সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা (১৯১৩) ও বগুড়া মুস্তফাবিয়া মাদ্রাসা (১৯৯০)।[৬৯]

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যা

স্তর	সাল				
==	১৯৮০-৮১	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৯৯
দাখিল	১৩১২১০	২৫২২০১	২৫৩৭৪৪	৩১৪০৫৬	১৭৫৫৪৩৪
আলিম	৯১৫৫০	১০২০০০	১০২২০০	১২৩৭২৬	৫০১৫০০
ফাজিল	১৩২৩১২	১৩৬০০০	১৪৮৯৮৬	১৫৩৫২৪	৫৬৫৮২৪
কামিল	১৮৩৯৬	১৮৫০০	২৪৯৮৭	২৭৩০১	১১২৫৯০
মোট	৩৬৩৪৬৮	৫০৮৭০১	৫২৯৯১৭	৬১৮৬০৭	২৯৩৫৩৪৮[৭০]

* ১৯৯৯ সালে মাদ্রাসার বিভিন্ন স্তরে ছাত্রী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ: দাখিল - ৮১১১২৮, আলিম - ১৮২৯৯৪, ফাজিল - ১৫৫১৬০ ও কামিল - ১৪৩০১ জন।[৭১]

ক্রমবর্ধমান শিক্ষক সংখ্যা

স্তর	সাল				
==	১৯৮০-৮১	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৯৯
দাখিল	১০৭৯৭	১১৯১০	১৩৯২৩	১৪৬০৯	৬০১১৩
আলিম	৬০০১	৫২১৮	৫৭১৮	৬৯২২	১৭৫৭৬
ফাজিল	৮৭৪৮	৮১৫২	৭৯০৮	৮১৪৯	১৯৫০৯
কামিল	১৩১২	১৩৮২	১১৯৫	১৩০৮	৩৬০২
মোট	২৬৮৫৮	২৬৬৬২	২৮৭৪৪	৩০৯৮৮	১০০৮১০[৭২]

* ১৯৯৯ সালে বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসায় শিক্ষিকা সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ: দাখিল - ১৯২৫, আলিম - ৪৩৬, ফাজিল - ৩৭৫ ও কামিল - ৩৭ জন।[৭৩]

উপরিউক্ত সারণীসমূহ থেকে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ধারা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বাংলাদেশে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক কওমী মাদ্রাসাও আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণে

www.pathagar.com

নিয়োজিত রয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে এ জাতীয় কওমী মাদ্রাসার সংখ্যাও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসার চেয়ে খুব একটা কম হবেনা।[৭৪]

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষার প্রধান ধারাটি হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তথা আধুনিক শিক্ষার। নিম্নে উপস্থাপিত উপাত্তসমূহ মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষা সম্প্রসারণের একটি তুলনামূলক ধারণা পেতে সহায়ক হবে।[৭৫]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

	১৯৭৭-৭৮	১৯৮২-৮৩	১৯৮৪-৮৫	১৯৯৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৭৮৭	৪২৬৮৩	৪৪৪৮৮	৭৮৮২৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৯৪৬	৮৭১৮	৮৬৪৯	১২২৬৯
মহাবিদ্যালয় (সাধারণ)	৫৯২	৬২৩	৬৮৭	২১৯৮ (উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৬	৬	১৩ (সরকারী) ১৬ (বেসরকারী)

ছাত্র সংখ্যা

	১৯৭৭-৭৮	১৯৮১-৮২	১৯৮৫	১৯৯৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৩১০০০	২৪৫৮০০০	২৬৩৮০০০	৬৬,৮১,২১২
	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৪-৮৫	
মহাবিদ্যালয়	৩৭১৫৪২	৩৯৬১০৯	৫১৫৫৪১	১৪,৫৫,১৩৯ (উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
	১৯৭৯-৮০	১৯৮১-৮২	১৯৮৪-৮৫	
বিশ্ববিদ্যালয়	৩৬৫৩০	৩৯৬৯৯	৩৫৪৯৩	৭৬,৫৩৫

www.pathagar.com

শিক্ষক সংখ্যা

	১৯৭৭-৭৮	১৯৮২-৮৩	১৯৮৫	১৯৯৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৬৩৬৩	৮৯৬৬৯	৯৭৭৭৪	১,৫৫,৭১২
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫		
মহাবিদ্যালয়	১৩৯৯১	১৫৮৩১		৫৫,৩২০ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
	১৯৭৯-৮০	১৯৮১-৮২	১৯৮৪-৮৫	
বিশ্ববিদ্যালয়	২৩৮৬	২৪৮৪	২৬৫৫	৫৩০৮ (সরকারী ও বেসরকারী)

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষার্থীরা পাকিস্তান আমল থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়/আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসলেও তাদের এ দাবী সত্যিকার অর্থে অদ্যাবধি পূরণ হয়নি। যদিও প্রথমে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে ঢাকার নিকটবর্তী গাজীপুরে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বছরে শুরু হয় একাডেমিক কার্যক্রম। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে আবার বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়াস্থ এর পূর্বতন অবস্থানে ফিরে যায়।[৭৬] "বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্জিত হয়না এমন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিবেদিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত যাতে শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান কিংবা ফলিত বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে।"[৭৭] এখানে অধ্যয়নের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে আগত ছাত্রদের ধর্মীয় বিষয়ের মৌলিক ধারনা দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান অর্জন ব্যতীত একজন শিক্ষার্থী ডিগ্রী লাভ করতে সক্ষম হলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তা সম্ভব নয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞানের বিস্তার এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান।[৭৮]

মালয়েশিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য যেসব দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার আলোকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়াকেও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমান বিশ্বের নানাবিধ সমস্যা সমাধান করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এবং বিশেষ করে চাকুরির ক্ষেত্রে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বিশেষায়িত বিষয়াদি পাঠ করার পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে :

(১) নিজের মাতৃভাষাকে ভালভাবে জানা;
(২) নিজের দেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা;

www.pathagar.com

(৩) বিদেশী ভাষা (ইংরেজী, আরবী) সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান আহরণ; এবং
(৪) আপন আপন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ বা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ।"[৭৯]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার উন্নয়নে অর্থ যোগানোর নিমিত্তে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে বলা হয়েছে: "The project aims to setup and fully equip the Islamic University of Bangladesh at Kushtia with a view to providing Islamic, modern and scientific education in an atmosphere that is congenial to the principles and practices of Islam."[৮০]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য দূরীভূত করে একে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য একটি মহল বিশেষ ভাবে চেষ্টা শুরু করে। এঁদের প্রায় সবার অভিমতের প্রতিধ্বনি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে। "ক্ষমতা দখলের পর সেনানায়ক জিয়াউর রহমান ক্ষমতার জোরে কেবল রাজাকার-আলবদরদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া চালু করেননি; ধর্মের নামে শিক্ষা-ব্যবস্থাটিকে আধুনিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও শুরু করেন। একবিংশ শতাব্দীকে সামনে রেখে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি এটা মধ্যযুগ হত, যখন ধর্মের মীমাংসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার রেওয়াজ ছিল, তাহলে বলার কিছু ছিলনা। স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে তা সুদৃঢ় হয়ে বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকারের আমলে সেটি 'বিশ্ব-মাদ্রাসায়' পরিণত হতে চলেছে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ও সচেতন ছাত্র-সমাজ তা রুখে দাঁড়িয়েছে। ...সরকার [বেগম খালেদা জিয়ার সরকার, ১৯৯১-১৯৯৬] অতি সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে তার অলিখিত শিক্ষানীতির রূপায়ন করে চলেছে। ধর্মের নামে এ সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আরবী ভাষা ও ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করেছে। এবারে উচ্চশিক্ষার পালা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে তা শুরু করা হল। এ সরকার যদি আরো দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকে, তাহলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সরকারের এ শিক্ষা ভাবাদর্শ সম্প্রসারিত হবে।"[৮১]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণা পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে পাল্টিয়ে দেয়া অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরে বেসরকারী উদ্যোগে উপর্যুক্ত আদর্শানুসারী আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে।[৮২]

প্রথমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০% কোটা সংরক্ষিত রাখা হলেও পরে তা তুলে দেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং দেশের আলিম সমাজ পুনরায় পূর্বোক্ত ব্যবস্থা চালুসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়কে

www.pathagar.com

মাদ্রাসাসমূহের এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার দাবী জানাচ্ছে। এঁদের মতে, মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচি এবং পরীক্ষাসমূহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত হলে সর্বিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশ একটি প্রায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করার পথে অনেক দূর এগিয়েছে। ফলে ইসলামী শিক্ষার ও গবেষণার পীঠস্থান এবং মাদ্রাসা সমূহের অধিভূক্তির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বলিত যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশাবাদ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং আলিমগণ পোষন করতেন সেটি কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মঙ্গলাকাঙ্খী বিদ্যত সমাজ এখনও প্রত্যাশা করেন যে, বাংলাদেশে এমন একটি বা একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এঁদের উপর্যুক্ত প্রত্যাশা পূরণ করবে।[৮৩] মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন এমন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অভিমত হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মান উন্নীতকরণের মাধ্যমে এটিকে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে রেজিস্ট্রারের একটি পদ রয়েছে যেটি অন্য কোন বোর্ডে নেই। কেবল একজন উপাচার্য এবং আরও কিছু অফিসার নিয়োগ দানের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রাথমিক কাজ শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত হতে পারে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার অপ্রায়োগিকতা ও সমাজে মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমদের ভূমিকা

মাদ্রাসা শিক্ষার অপ্রায়োগিকতা সম্পর্কে স্যার আজিজুল হক ১৯১৭ সালে তাঁর একটি পুস্তকে যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তা' এখনও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, একজন শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করার উপযোগী বয়স বলে সাধারণত যে সময়কে ধরে নেয়া হয় তার প্রায় পুরোটাই মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণে ব্যয় হয়ে যায়। অথচ এ শিক্ষা তাকে দেশের এমনকি ইসলামী সমাজেরও একজন যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারেনা। মাদ্রাসা শিক্ষার অধ্যয়নসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিৎ যাতে শিক্ষার্থীদের মানবীয় কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয়, তারা যাতে দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক ও ইসলামের যোগ্য অনুসারীরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন।[৮৪] দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমগণ বর্তমানেও স্যার আজিজুল হক প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছেননা। কিছু কিছু ব্যাতিক্রম ব্যতীত সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার ওলামাদের ভূমিকা একজন ইরানী চিন্তাবিদের নিম্নোক্ত বর্ণনার চেয়ে সম্ভবত খুব একটা ভিন্ন নয়। "Social revolutions, change in the infrastructure of the society and in the system of production, distribution and consumption, negation of classes and the exploitation of work by money. Problems of international imperialism, human rights, social laws, investigation of causes of social movements and change, economic and political dependence of islamic societies on imperialism, cultural imperialism, comprador bourgeoisie, and other contemporary problems are nothing but 'Kufr' for these religious scholars who claim to be the inheritors of the prophet's mission. Anyone who finds himself concerned about these problems is rendered by a single stroke and infidel, a 'Kafir', Wahabi, communist or christian."[৮৫]

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর পর্যায়ক্রমে মুসলমানদেরকে সর্বতোভাবে কোনঠাসা করার সকল প্রয়াস অতি সতর্কতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হতে

www.pathagar.com

থাকে। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পরাজিত মুসলমানদেরকে বিজয়ী বৃটিশ এবং তাদের এদেশীয় মিত্ররা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও কোনঠাসা করে ফেলে। সার্বিকভাবে হতাশাগ্রস্ত মুসলমানরা জাগতিক জীবনের ক্ষমতা, সামর্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ইংরেজদের সংস্পর্শে, তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে পরকালটাও যেন না হারান সেজন্য নিজেদের জন্য এক ধরণের নির্বাসনের ব্যাবস্থা করেন। যা কিছু ইউরোপীয় তাই বর্জনীয় এ জাতীয় নেতিবাচক মানসিকতার প্রেক্ষাপটে মুসলমানরা তাদের জন্য আলাদা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিকুলাম গড়ে তোলে। "এসমস্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে কারো পক্ষে তাজমহলের স্থপতি ঈসা আফেন্দী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা, আল-রাজী, বৈজ্ঞানিক ফারাবি, সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খলদূন, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, আল-বিরুনী, ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, দার্শনিক আলকিন্দী, ভাষাবিদ শহীদুল্লাহ, কবি ফেরদৌসী, হাফিজ প্রমুখের মতো হওয়া সম্ভব ছিলনা-যারা দুনিয়াদারী সাফল্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন।"[৮৬]

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা হচ্ছে, "দুনিয়া ত্যাগ করাটা মানুষের কাজ নয়। দুনিয়া এমন কোন জিনিসও নয় যে, উহাকে বর্জন করতে হবে এবং উহার কায়-কারবার, বিষয়াদি, ভোগোপকরণ ও সৌন্দর্য সুষমাকে নিজের প্রতি হারাম করে নিতে হবে। এ দুনিয়া মানুষের জন্য তৈরী করা হয়েছে, সুতরাং তার কাজ হচ্ছে একে ভোগ-ব্যবহার করবে, বিপুলভাবে ভোগ-ব্যবহার করবে। তবে ভালো-মন্দ, পাক-নাপাক ও সমীচীন-অসমীচীনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভোগ করবে।"[৮৭] বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা ব্যাপকভাবে পাক-নাপাক, ভালো-মন্দ প্রভৃতি জানার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার কায়-কারবার, দুনিয়াবী বিষয়াদি, দুনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, এর আবিষ্কার, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতি হিসেবে বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পার্থিব বিষয়াবলী সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ ও তা কার্যকরকরণের শিক্ষাদানোপযোগী কোন ব্যবস্থা বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। আবার একথাও ঠিক যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন ও জগতের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যাতে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ রয়েছে যে, ধর্মে বিশেষত ইসলামে কেবল মাটির নীচের এবং আকাশের উপরের বিষয়সমূহই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধি নয় কেবল পারলৌকিক কল্যাণই ইসলামের লক্ষ্য। বিশেষীকরণ (Specialization) বজায় রেখেও জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শবাদ, দেশপ্রেম ইত্যাদি সংযোজন সম্ভব। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর জাগতিক প্রয়োজন মেটায় এমন শিক্ষা এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষায় ধর্মীয়

www.pathagar.com

মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশপ্রেম ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্তি আবশ্যক।

বাংলাদেশের ক্বওমী মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রগণ তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলে সাধারনত কোন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বা সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থায় চাকুরী পায়না। জাগতিক বিষয়সমূহের জ্ঞানের অভাবে বেসরকারী সংস্থায়ও হয়না কর্মসংস্থান। সরকারী মাদ্রাসার আলিম ও ফাযিল পাশ ছাত্রগণ এখন ব্যাপকভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ শিক্ষা অর্জন করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসা ও কর্মসংস্থানগত সুবিধা অর্জন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষা দ্বারা এখনও একজন শিক্ষার্থী তার আশানুরূপ কর্মসংস্থান লাভ করতে পারছেনা। মাদ্রাসার সনদ নয়, সাধারণ শিক্ষার সনদই বৃত্তিগত ক্ষেত্রে তার জন্য সবিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনকারী ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাসার শিক্ষকতা, স্কুলের ধর্ম বিষয়ক শিক্ষক, মসজিদের ইমামতী, বিবাহ নিবন্ধক, পীর, ধর্মীয় বক্তা প্রভৃতিকে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলে পেশা হিসেবে নিতে পারে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় প্রচেষ্টা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীন বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে প্রায় অভিন্ন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে চালু ছিল। মুসলিম দেশসমূহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীনে চলে যাওয়ার পর ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ধর্মীয় শিক্ষার তুলনায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা জাগতিক সফলতা আনয়নে অনেক বেশী সহায়ক বিধায় পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশে ক্রমশ শেষোক্ত শিক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশে দু'টি প্রায় বিপরীতধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা চিন্তা-চেতনা ও কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে দু'ধরণের শিক্ষিত লোক তৈরী হতে থাকে।[৮৮] এ দু'ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরকে জাতীয় প্রয়োজনে একই লক্ষ্যাভিসারী কর্মকাণ্ডে উদ্দীপ্ত ও চালিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশ এ সমস্যায় ভুগছে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য সম্পর্কে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন ও সৈয়দ আলী আশরাফের অভিমত হচ্ছে, "Islamic Education is an education which trains the sensibility of pupils in such a manner that in their attitude to life, their actions, decisions and approach to all kinds of knowledge, they are governed by the spiritual and deeply felt ethical values of Islam. They are trained, and mentally so disciplined, that they want to acquire knowledge not merely to satisfy an intellectual curiosity or just for material worldly benefit, but to develop as rational, righteous beings and bring about the spiritual, moral and physical welfare of their families, their people and mankind".[৮৯]

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সংস্কার হলেও এখন পর্যন্ত এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিজের, তার পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের জাগতিক চাহিদা পুরনোপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তা' নিয়ে ইসলামী জগতে চিন্তা-ভাবনা চলছে। অনেকের ধারণা একটি সমন্বিত (ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার) শিক্ষা ব্যবস্থা এ সমস্যা নিরসনে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শাস্ত্র শিক্ষার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের লোকায়ত বিষয়সমূহকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র সরবরাহকারী এ দেশীয় মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এমনকি মধ্যযুগের মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত জাগতিক জ্ঞান চর্চার বিষয়সমূহও আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষায় উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, নানা ধরণের প্রযুক্তির জ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে ধর্ম বিশ্বাস দ্বারা অধ্যয়ন উপযোগী কিংবা অনুপযোগী নির্ধারণ কোন অবস্থাতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারেনা। এসব বিষয়ের জ্ঞানহীন জাতির অন্তত ইহলৌকিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত বিবেচনা থেকে বাংলাদেশের কয়েকটি ইসলামী সংগঠন ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক প্রয়োজন মেটাবার শিক্ষা সম্বলিত নতুন ধরনের পাঠ্যসূচিভিত্তিক মাদ্রাসা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। নিম্নে নমুনা হিসেবে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ দাখিল পর্যায়ের পাঠ্যসূচি উপস্থাপিত হলো।

শিশু শ্রেণী : কোরআন মজীদ, আরবী, বাংলা, গণিত ও ব্যবহারিক (আমল- আখলাক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা)।

প্রথম শ্রেণী : কোরআন মজীদ, আরবী, ইসলামিয়াত (ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, আকাইদ ও ফিকহ ও সূরা মুখস্তকরণ), বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক।

দ্বিতীয় শ্রেণী : কোরআন মজীদ, আরবী, ইসলামিয়াত, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক।

তৃতীয় শ্রেণী : কোরআন মজীদ, আরবী, ইসলামিয়াত, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক।

চতুর্থ শ্রেণী :কোরআন মজীদ, আরবী, ইসলামিয়াত, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক।

পঞ্চম শ্রেণী : কোরআন মজীদ, আরবী, (সাহিত্য ও হাদীস), আরবী ব্যাকরণ, ইসলামিয়াত, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক।

ষষ্ঠ শ্রেণী :কোরআন মজীদ, হাদীস, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ইসলামিয়াত, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল,

www.pathagar.com

বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক।

সপ্তম শ্রেণী : কোরআন মজীদ ও তাজবীদ, আরবী, আরবী ব্যাকরণ, তরজমা, ইসলামিয়াত, বাংলা, ব্যাকরণ, দ্রুতপঠন, ইংরেজী, ইংরেজী গ্রামার, গণিত (পাটিগণিত, বীজগণিত), ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক।

অষ্টম শ্রেণী : কোরআন মজীদ (অর্থসহ) ও তাজবীদ, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, তরজমা, ইসলামিয়াত, বাংলা, ব্যাকরণ, অংক, ইংরেজী, ইংরেজী গ্রামার, ভূগোল, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক।

নবম ও দশম শ্রেণী : মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পুরো পাঠ্যসূচি। দ্রুতপঠন, বাংলা ব্যাকরণ ও ব্যাবহারিক।[১০]

উপরোক্ত পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যে সিলেবাস অনুসরণ করা হয় তার প্রায় পুরোটাই ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত কিংবা এ ধারার মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে এভাবে জাগতিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত শিক্ষার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত বক্ষ্যমান অধ্যয়ন পরিচালনা করতে গিয়ে এ গবেষকের যে অভিজ্ঞতা সেটিও এ জাতীয় ধারনার সপক্ষে যায় যে, বর্তমান বিশেষীকরণের (Specialization) যুগে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিকে যথাসম্ভব ভারমুক্ত করে শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পেশাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসায় প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে ভালো করার জন্য যে শিক্ষাগত পূর্ব প্রস্তুতি, সময়, পরিবেশ এবং অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হয় সেটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থী কিংবা মাদ্রাসাসমূহের পক্ষে যোগান দেয়া সাধারনত সম্ভব হয়না। মাদ্রাসায় উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ পড়াবার উপযোগী শিক্ষক, লাইব্রেরী, গবেষণাগার ইত্যাদি সুবিধার ব্যাপক অভাব রয়েছে। এ কারণে মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করে বড় ধরণের ব্যতিক্রম ব্যতীত বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশা সেটি পূরণ হতে সাধারণত দেখা যায় না। মাদ্রাসাসমূহের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখাকে স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার সমমানের করে গড়ে তুলতে হলে এসব বিষয়ে বিপুল সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। জাগতিক বিষয়ের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণকারী এ জাতীয় বিপুল সংখ্যক জনবল মাদ্রাসায় যোগদান করলে মাদ্রাসার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও চরিত্রের পুরোটাই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে এসব প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত স্কুল-কলেজে পর্যবসিত হতে পারে বলেও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। মাদ্রাসাসমূহের এ জাতীয় অবস্থা বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, আলিম সমাজ এবং ধর্মনিষ্ঠ

www.pathagar.com

জনগণের বড় অংশের নিকটই সম্ভবত কাংখিত হবেনা। এ কারণে মাদ্রাসাসমূহে আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরে কেবল মানবিক, কলা ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হতে পারে। মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ যে সকল শিক্ষার্থী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হন তার প্রায় পুরোটাই কলা ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগসমূহেই ভর্তি হয়ে থাকেন। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ মোটামুটিভাবে জানা এবং আরবী ভাষা আয়ত্বের জন্য যে সময় একজন শিক্ষার্থীকে ব্যয় করতে হয় তার পক্ষে বিজ্ঞান কিংবা বাণিজ্যের বিষয়সমূহ একই সঙ্গে আয়ত্বে আনা দু:সাধ্য বলে ধারণা করা যায়। তাই, মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে জাগতিক বিষয় হিসেবে কেবল মানবিক, কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা সঙ্গত হবে। একজন উপরের শ্রেণীর মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেবল কলা কিংবা কেবল সমাজ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহই পড়বেন। বাংলাদেশের আলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষানুরাগী ধর্মনিষ্ঠ মানুষকে এ বাস্তবতাবোধে উজ্জীবীত হতে হবে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য যে কারণেই হোক না কেন ভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে গড়ে উঠা ও জনপ্রিয় হওয়ার কারণে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সুসমন্বয়ে যে আদর্শ মাদ্রাসা শিক্ষা অতীতে চালু ছিল, সেটি আর সাধারণভাবে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবেনা। বিশেষীকরণের এ যুগে সেটি আর বাস্তবতাসম্মত নয়। তবে কেবল প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে জীবন ও জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদানে সক্ষম নয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারী একজন ব্যক্তি কেবল এ শিক্ষা দ্বারা একটি স্বাবলম্বী জীবন কিংবা কর্মসংস্থান পেতে পারেন না বিধায় এর সঙ্গে ন্যূনতম জাগতিক বিষয়াবলী সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের পাশাপাশি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ এবং স্বাবলম্বন।

www.pathagar.com

উপসংহার

শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই একটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি স্বরূপ। সৎ ও চরিত্রবান মানব সম্পদ গড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক প্রসার, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, বিভিন্ন দল, মত ও স্বার্থের মানুষকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকবল সৃষ্টি ও সরবরাহ প্রধানত দেশোপোযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

বাংলাদেশের সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত আলীয়া পাঠ্যতালিকা অনুসারী মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ধরনের মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। এমনকি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জাগতিক কল্যাণে বাংলাদেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা যেমনি নগন্য ঠিক তেমনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ধর্মশাস্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন করেন খুবই কম। অথচ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম কেরল পারলৌকিক নয়, ইহলৌকিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার ওপরও সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ ও বয়সের কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। জাগতিক কল্যাণকর শিক্ষা অর্জনের জন্য অমুসলিমদের সহায়তা গ্রহনেও ইসলাম উৎসাহিত করেছে। উত্থানপর্ব থেকে শুরু করে প্রায় নয়শত বৎসর ব্যাপী মুসলমানরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা বহন করেছেন।

জ্ঞানার্জন ও বিতরণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী পরিভাষায় মাদ্রাসা বলে। মসজিদ হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। পরবর্তীকালে জাগতিক শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা বেশী করে অনুভূত হওয়ায় মসজিদের বাইরে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মাদ্রাসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মুসলিম সভ্যতা, শাসন ও গৌরবের অবক্ষয়ের যুগে বাংলা তথা উপমহাদেশে মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালাবী প্রবর্তিত মাদ্রাসা (পাঠ্যসূচিতে দরসে নিযামী বলে খ্যাত) প্রধানত ধর্মীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় উপমহাদেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা এক নতুন মাত্রা পায়। জাগতিক শিক্ষা মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে ক্রমশ গুরুত্ব হারায়। মুসলমানরা ক্রমশ হারাতে থাকে জাগতিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

মুসলিম শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম প্রধান দেশসমূহে

www.pathagar.com

ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা পূর্বকাল পর্যন্ত মানব সম্পদ উন্নয়নে মাদ্রাসাসমূহ পালন করেছে কাঙ্খিত ভূমিকা। মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গই মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা হয় বিভাজিত। মাদ্রাসা নয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যহারা মুসলমানরা নতুন ইউরোপীয় শাসকদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণেও অসম্মত হয়। মূলত চিন্তা-চেতনায় ও বিশ্বাসে ইউরোপীয় ধাঁচের মানুষ তৈরীর লক্ষ্যে প্রবর্তিত বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ অন্তত সেসময়ের মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। মুসলমানরা ক্রমশ জাগতিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে। নতুন শাসকরা মুসলমানদের মধ্য থেকে সহযোগী মানুষ পাওয়ার লক্ষ্যে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসাসহ অন্যান্য মাদ্রাসা গড়ে তোলে। কিন্তু এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় ঠেকাতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানসহ কয়েকজন মুসলিম নেতা এগিয়ে আসেন। মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণে। কিন্তু অনেক মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত এতে আপত্তি জানান। এঁরা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকল্পে আলাদা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কওমী মাদ্রাসা) গড়ে তুলতে থাকেন। এঁদের মনোভাব ছিল, দুনিয়া গেছে যাক- অন্তত: পরকাল রক্ষা পাক।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে মুসলিম শিক্ষাবি ও চিন্তাবিদগন বিভিন্ন সময়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে সরকারী উদ্যোগে গঠিত হয়েছে বহু কমিশন। এসব কমিশনের রিপোর্টে বহুবিধ সংস্কার সুপারিশকৃত হয়েছে। অতি শ্লথ গতিতে হলেও এসেছে কিছু পরিবর্তন। মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কারণে 'ওল্ড স্কীম', 'নিউ স্কীম', 'কওমী' প্রভৃতি বহুবিধ নামে মাদ্রাসাসমূহ হয়েছে পরিচিত। পাঠ্যসূচিতে ধীরে ধীরে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। ক্রমান্বয়ে পুনরায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ও হচ্ছে জাগতিক বিষয়সমূহ। এতে প্রায়োগিকতা ও আধুনিকতার ন্যূনতম ছোঁয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পেলেও পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের জটিলতা, আধিক্য মাদ্রসাসমূহের ভৌত ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব হচ্ছেনা। আবার সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত আলীয়া ও অনুমোদনবিহীন কওমী মাদ্রাসার পার্থক্যও ব্যাপক। এক একটি কওমী মাদ্রাসা এক একটি বিশেষ ধরণের স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। উপর্যুক্ত দু'ধরণের মাদ্রাসা-পাঠ্যসূচী, শিক্ষান্তর ও শিক্ষাগ্রহণ মেয়াদের ক্ষেত্রেও দুস্তর ব্যবধানে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম জনগণের অনুভূতির সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে বহুবিধ দূর্বলতা ও জটিলতা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থাটি দীর্ঘদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। বহু চড়াই ও দুর্দিন অতিক্রম করে হৃদয়বান মুসলমান এবং ধর্মপ্রাণ আলিম সমাজের ত্যাগের কারণে এ ব্যবস্থাটি গুণগত না হলেও সংখ্যাগত দিক দিয়ে ক্রমশ: এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মহলের এমনকি কখনও কখনও সরকারী পর্যায়ের চেষ্টা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ঠেকানো সম্ভব হয়নি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই মাদ্রাসাসমূহ দীর্ঘদিন টিকে ছিল। কওমী মাদ্রাসা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকেই টিকে আছে। মাদ্রাসা শিক্ষকগণ অর্থনৈতিকভাবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থেকেও একে পরিত্যাগ করেননি। অনেক ক্ষেত্রে নিজ সন্তানদেরকেও তৈরী করেছেন মাদ্রাসার শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করে আত্মত্যাগ করতে। ধর্মপ্রাণ জনগণও যে কোন বৈরী সময়ে সুসময়ের তুলনায় বেশী করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাই বলা যায়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের মাদ্রাসার উপস্থিতি হচ্ছে বাস্তবতা। ব্যাপক জনগণের অনুভূতির পরিপূরক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাই সদর্থক দৃষ্টিতে দেখে একে আরও জীবনমুখী ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন উপেক্ষা নয়–দরদী মন নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ দূরীভূত করে এর উন্নতি সাধন। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার প্রতি আস্থাবান কিন্তু জীবন, জগৎ ও যুগদাবী সম্পর্কে সচেতন এমন যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে তাই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্তির ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া দরকার। কারণ শুধু শিক্ষা অর্জন নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবিকাও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এ বাস্তবতা থেকেও মাদ্রাসাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক দিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে এ ব্যবস্থার সবলতা-দূর্বলতা নির্ধারণ এবং দূর্বলতাসমূহ দূরীভূত করে একে আরও গতিশীল ও কার্যকরকরণের নিমিত্তে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা প্রশাসন বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সচেতন দেশবাসীর বিবেচনার্থে নিম্নে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক কিছু প্রস্তাব ও সুপারিশ উপস্থাপিত হলো।

১. পাঠ্যসূচিতে জাগতিক প্রয়োজনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হলেও এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, মাদ্রাসাসমূহ মূলত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বজায় রাখতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে মাদ্রাসার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র।

২. উপর্যুক্ত শর্তপূরণ এবং বজায় রাখার জন্য মাদ্রাসাসমূহের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিশ্বাসে আস্থাশীল কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অধিষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতদুপলক্ষ্যে প্রত্যেক ফাযিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসা কমিটিতে একজন স্কুল/কলেজ শিক্ষক এবং স্কুল/কলেজের কমিটিতে অন্তত একজন মাদ্রাসা শিক্ষক সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে।

৪. সরকারী অনুমোদন গ্রহণকারী আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এলেও তা' এখনও দরসে নিযামী প্রবর্তন পূর্বতন সময়ে অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলের তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যতটুকু জাগতিক প্রয়োজন পূরণ উপযোগী ছিল বর্তমান কালের প্রয়োজনের নিরিখে এখনও ততটুকু অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য এক্ষেত্রে স্মরনীয় যে, জাগতিক শিক্ষার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় মাদ্রাসা শিক্ষা পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ধর্মীয় শাস্ত্র ও আধুনিক বিষয়াবলীর কোনটিতেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারছেনা বলে ধারণা করা যায়। বাংলা, আরবী ও ইংরেজী–এ তিনটি ভাষাই মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীতে বর্তমানে অন্তর্ভূক্ত। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীগণের তুলনায় ভাষা জ্ঞানেও অনেক পিছিয়ে থাকেন। এছাড়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসায় প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের যে দক্ষতা, সুযোগ-সুবিধা এবং যে মানের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয় সেসব সুবিধার যোগান দেয়া বাস্তব কারণেই মাদ্রাসাসমূহের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। উপর্যুক্ত কারণে মাদ্রাসাসমূহের সকল স্তরে কেবল মানবিক, কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের নানা বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা এ গবেষকের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হবে। বাংলা ও আরবী ভাষা ভালোভাবে এবং অন্তত কাজ চালানোর উপযোগী ইংরেজী ভাষাজ্ঞান মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে আয়ত্ত্ব করতে হবে।

৫. মাদ্রাসার পাঠ্যবইসমূহ সুলিখিত ও সুমুদ্রিত হতে হবে। এজন্য স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড এর সমপর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডকে সম্প্রসারিত করেও এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৬. ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত মাদ্রাসা সিলেবাসের জাগতিক সকল বিষয়ে স্কুল-কলেজের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত পাঠ্য সমূহ সমমানের মাদ্রাসায় পড়াবার ব্যবস্থাকরণ।

৭. মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে বাংলাদেশের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে এমন বইসমূহের সমাহার ঘটাতে হবে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত

www.pathagar.com

সকল বই পর্যায়ক্রমে স্তর অনুযায়ী তালিকা করে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৮. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় বিনামূল্যে এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষার্থীদেরকে বই সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া 'শিক্ষাসপ্তাহ ২০০৩' পালনোপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্য বই প্রদান কার্যক্রমের সূচনা করেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের ন্যায় বিনাবেতনে মাদ্রাসা ছাত্রীদেরকেও পড়ার সুযোগ দান প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য খাদ্য কিংবা অর্থ কর্মসূচি মাদ্রাসাসমূহেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৯. মাদ্রাসা পরীক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক ও দূর্নীতিমুক্ত করার আশু উদ্যোগ গ্রহন অত্যাবশ্যক। বর্তমান সরকার স্কুল-কলেজের পরীক্ষাকে দূর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে যে সৎ সাহস প্রদর্শন করেছেন সেটি মাদ্রাসা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগকৃত হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষার্থীদের মান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করার শর্তও যুক্ত হতে পারে। মাদ্রাসার ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য সাধারণ শিক্ষার সমরূপ বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও দরকার।

১০. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মানের নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল স্তরকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান প্রদান।

১১. সকল স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য গাজীপুরস্থ ইনষ্টিটিউটের মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাকরণ। এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রদত্ত সমমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য পিটিআইসমূহকে ব্যবহার করা যেতে পারে। দাখিল ও আলিম স্তরের শিক্ষকদেরকে 'বিএড' মানের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। চাকুরীতে পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্ট প্রদান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য শিক্ষকদেরকে উৎসাহিতকরণ। ফাযিল পর্য়ায়ের শিক্ষকদেরকে কলেজ শিক্ষকদের জন্য যে জাতীয় প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়ে থাকে সে জাতীয় প্রশিক্ষন দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। মাদ্রাসা প্রধানদেরকে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান।

১২. সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকেও

www.pathagar.com

অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকরণ। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষকগণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত ও উন্মুক্ত হবে। কর্মদক্ষতা বাড়বে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ।

১৩. সিলেবাস অনুযায়ী মাদ্রাসাসমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদসৃষ্টিকরণ এবং বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরকে সরকার যে সব সুবিধা দিয়ে থাকে তা' মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকেও প্রদান।

১৪. যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে মাদ্রাসা শিক্ষক পদে নিয়োগ দান। শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং এসব বিষয়ে শিক্ষকদেরকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৫. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে যাতে মাদ্রাসাসমূহের একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও অন্যান্য তদারকির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়।

১৬. এবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ের মাদ্রাসাসমূহের পরিদর্শন কাজ উপজিলা ও জিলা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমেও সম্পাদিত হতে পারে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উপজিলা ও জিলা শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে মাদ্রাসা সিলেবাস ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

১৭. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালক (মাদ্রাসা) পদ সৃষ্টি ও ঐ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দানের মাধ্যমেও মাদ্রাসাসমূহকে সরকারের নিকট অধিকতর দায়িত্বশীল করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

১৮. মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিতে সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, মাদ্রাসা শিক্ষক নন এমন আলিম, স্থানীয় বিদ্যত সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে শক্তিশালী করতে হবে। মাদ্রাসার আয়-ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা দরকার।

১৯. বাংলাদেশের তিনটি সরকারী মাদ্রাসার (ঢাকা, সিলেট ও বগুড়াস্থ সরকারী মাদ্রাসা) ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান তিনটিকে মাদ্রাসা ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এ গবেষক ব্যক্তিগতভাবে উপর্যুক্ত তিনটি মাদ্রাসায় গমন করে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা ব্যতীত অন্য দু'টি মাদ্রাসার অবকাঠামোগত সুবিধাও নিতান্ত অপ্রতুল। অধিকাংশ বিষয়ে শিক্ষকের পদ শুন্য অবস্থায় রয়েছে।

২০. মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বাস্তবতা বিধায় এ ব্যবস্থাকে

www.pathagar.com

কার্যকর ও উন্নতকরণের লক্ষ্যে ধর্মীয় বিষয় এবং মানবিক/কলা/সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পঠন-পাঠনের সুবিধা সম্বলিত আরও মাদ্রাসাকে সরকারীকরণ প্রয়োজন। প্রতি উপজিলায় অন্তত একটি সরকারী আলিম মাদ্রাসা, প্রতি জিলায় অন্তত একটি সরকারী ফাযিল এবং প্রতি বিভাগে একটি সরকারী কামিল মাদ্রাসা থাকা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা, সিলেট ও বগুড়ায় কামিল পর্যায়ের সরকারী মাদ্রাসা রয়েছে বিধায় কেবল খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'টি কামিল মাদ্রাসাকে সরকারীকরণ করতে হবে।

২১. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের ন্যায় ফাযিল ও কামিল পর্যায়ের সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহকে এক বা একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত করার দাবী পাকিস্তান আমল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ জানিয়ে আসলেও অদ্যাবধি সে আকাঙ্খা পূরণ হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ধর্মনিষ্ঠ জনগণ এখনও প্রত্যাশা করেন যে, ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

২২. মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক ভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে পারে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসাসমূহের অধিভূক্তি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের কাজ কেবল মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মান উন্নয়নের মাধ্যমেই শুরু হতে পারে। মাদ্রাসা বোর্ডে রেজিস্ট্রারের পদ ইতোমধ্যেই রয়েছে। কেবল একজন উপাচার্য এবং কিছু জনবল ও ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেই প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শুরু করা যায় (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল সামনে রেখে)।

২৩. (ক) বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ এখনও প্রধানত দরসে নিযামী ভিত্তিক। আলীয়া মাদ্রাসার ন্যায় এসব মাদ্রাসার অনুমোদন, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম কোন সরকারী বা অন্য কোন সংস্থার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি কওমী মাদ্রাসা পরিচালনা পদ্ধতি, শিক্ষা স্তর, পাঠ্যসূচি ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে। একজন বিশেষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়া এখনও প্রধানত সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বিশেষের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করে। কিছু কিছু কওমী মাদ্রাসার নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা পঠিত হলেও আরবী ও উর্দু ভাষা চর্চাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কোন কোন কওমী মাদ্রাসায় এখনও ফার্সী পঠিত হয়। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা প্রধানত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ-কর্মেই নিয়োজিত হন। গতি শ্লথ হলেও কওমী মাদ্রাসাসমূহেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে। কিছু কিছু কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

বিভিন্ন সংগঠনের আওতায় সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। সিলেবাস, পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, পাঠ্যবই ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাযুজ্য আনার প্রয়াস চলছে। শিক্ষক প্রশিক্ষনেরও চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে।

২৩ (খ) বাংলাদেশের বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসা পরিদর্শন, পর্যবেক্ষন এবং এসব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ গবেষকের ধারণা হয়েছে যে, অধিকাংশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং এসব মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ কওমী মাদ্রাসার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে হতাশ। এঁরা এ অবস্থার পরিবর্তন চান। পরাধীন দেশের যে বিশেষ অবস্থায় কওমী মাদ্রাসা প্রবর্তিত হয়েছিল সে অবস্থার বহু পূর্বেই অবসান হওয়া সত্ত্বেও এসব মাদ্রাসার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ পরিবর্তন না আসায় কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত এবং দেশের জাগতিক কল্যাণে যেমনি ভূমিকা পালনে অসমর্থ হচ্ছেন ঠিক তেমনি ধর্মীয় বিষয়েও এঁরা বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে হচ্ছেন অসফল। বাংলা, আরবী, উর্দু, ফারসী ইত্যাদি কোন ভাষাতেই কেবল অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্যরা ন্যূনতম দক্ষতাও অর্জন করেন না। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে সংস্কার আনার উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে। সরকার কিংবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত নয়, বরং এসব বিষয়ে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণকারী দেশ বরেণ্য আলিম, পীর, মাশায়েখ তথা এ শিক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সেমিনার, কওমী ওলামা সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে এসব বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়াস চালাতে হবে।

২৩ (গ) কওমী মাদ্রাসার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচি ও মেয়াদ নির্ধারণ।

২৩ (ঘ) পরীক্ষা পদ্ধতি সুনির্দিষ্টকরণ এবং এক বা একাধিক মানসম্মত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল নির্ধারণ।

২৩ (ঙ) কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ক্রমান্বয়ে মানসম্মতকরণ।

২৩ (চ) শিক্ষার্থীগণ যাতে বাংলা ও আরবী ভাষায় ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেন সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৩ (ছ) প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণীসমূহে অংক, ইংরেজী, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ।

বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগিতা সব সময় প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় ছিল। এটির সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এসব কমিশন-কমিটি যথারীতি রিপোর্ট পেশ করেছেন। কিন্তু এসব রিপোর্টের খুব কম সুপারিশই কার্যত বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি

www.pathagar.com

অংশ হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাও উপর্যুক্ত কমিশন ও কমিটিসমূহের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রিপোর্ট ও সুপারিশমালায় স্থান পেয়েছে। মাদ্রাসা বিষয়ক সুপারিশসমূহ স্কুল-কলেজ সম্পর্কিত সুপারিশের তুলনায় বাস্তবায়িত হয়েছে আরও অনেক কম। আবার কওমী মাদ্রাসা বিষয়টি উপর্যুক্ত বিবেচনাসমূহে স্থান পায়নি বললেও অত্যুক্তি হবেনা।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, যতো দূর্বলতাই থাকুক না কেন মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মনিষ্ঠ মানুষের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে এ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন মেঘ কেটে যেতে তাই সময় লাগেনি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের জনগণের আবেগ অনুধাবন করেই এ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি যত্নবান হন। তাঁর শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষা নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষকগণ স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের প্রায় সমপরিমাণ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, যোগ্যতানুযায়ী চাকুরী লাভসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন সুবিধা পেতে সক্ষম হন যা' পূর্বে কখনও ছিলনা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তান আমল থেকে চলে আসা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণের দীর্ঘদিনের দাবী শহীদ জিয়ার উদ্যোগেই বাস্তবায়িত হয়। তাঁর শাসনামলেই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা থেকে পৃথক হয়ে (১৯৭৮) একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে তিনি ১৯৭৮ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা অর্ডিন্যান্স জারী করেন।[১১] জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সকল সরকারকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও প্রায়োগিক করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ও যত্নবান হতে দেখা গেছে। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান (২০০৩) বাংলাদেশ সরকার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের ঘোষণা দিয়ে একে বাস্তবসম্মত ও উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলার ঘোষনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৩ সালকে 'উত্তম শিক্ষা বৎসর' ঘোষনা দিয়ে 'স্বাবলম্বনের জন্য শিক্ষা'কে ব্যবহারের আহবান জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সকল নাগরিককে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করার যে লক্ষ্য বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে সেটি পূরণে সহায়তা করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ সরকারের প্রাথমিক ও জনশিক্ষা বিভাগকে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত অতি সম্প্রতি ঘোষনা করেছেন।[১২] আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, আদর্শবান ও স্বনির্ভর নাগরিক গড়ে তোলা। আমাদের সমগ্র শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষিত জাতীয় আদর্শ ও সে আদর্শাভিমুখী জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরকে মানব সম্পদে বলীয়ান হতে হবে। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সে লক্ষ্য পূরণে কতটা সহায়ক, এর দূর্বল দিকসমূহ নির্ধারণ, কিভাবে সেসব দূর্বলতা কাটিয়ে একে ধর্মীয় ও জাগতিক চাহিদা পূরনক্ষম করে তোলা যায় সে সম্পর্কে এ অধ্যয়নের উপসংহারে কিছু সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে এসব বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। আমাদের রাষ্ট্রের ঐক্য, সংহতি, স্বাতন্ত্র্য ও সকল ধরণের আধিপত্যবাদের মোকাবেলায় এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য, ধর্মবিশ্বাস প্রভাবিত সংস্কৃতি হচ্ছে অন্যতম মূল প্রেরণা শক্তি। এটি লালনে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির মূল উৎস হচ্ছে ঐসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস প্রভাবিত সাংস্কৃতিক ঐক্য। উপমহাদেশের সকল রাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল ও উন্নত সকল দেশের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। একারণে হলেও বাংলাদেশের ব্যাপক ধর্মনিষ্ঠ জনগণের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রধানত এসব ধর্মনিষ্ঠ জনগণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রসর দেশপ্রেমিক জনগণ এবং দেশপ্রেমিক সরকার কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করবেন এটিই ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. শামসুল হক, *শিক্ষা প্রসঙ্গ* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ: ১৬।

২. মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী , *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, (ঢাকা , জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ: ২।

৩. দেখুন, *মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ণ কমিটির রিপোর্ট* (প্রথম খন্ড:এবতেদায়ী স্তর) (ঢাকা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড , ১৯৯৪) , পৃ: ৩।

৪. উদ্বৃত, শামসুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ১৭।

৫. *ঐ*, পৃ: ১০৭।

৬. মাইরণ ওয়েইনার, *আধুনিকায়ন*, অনু , রুহুল আমীন (ঢাকা, সাহিত্যিকা, ১৯৭০), পৃ: ৫৭।

৭. *ঐ*, পৃ: ৫৮।

৮. J. S. Coleman , "Introduction " in his ed . *Education and political Development* (New- Jersey, Princeton University press, 1965), p. 16.

৯. Frierick Harbison and charles A. Myers, উদ্বৃত J. S. Coleman. ed. *Ibid* . p 3

১০. বিস্তারিত, মো: আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম, *মুসলিম শিক্ষা* (ঢাকা, বংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ:১৭-২০।

১১. *ঐ*, পৃ : ২০-২৪, মুসলিম শাসিত উপমহাদেশে নারী শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভে দেখুন, এস, এম, জাফর, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা* (১০০০-১৮০০)। অনু, রশীদ আল ফারুকী (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ: ১১৫-২০।

১২. বিস্তারিত ধারনার জন্য দেখুন, হাসান মোহাম্মদ, *তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামাআত* (ঢাকা, কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০) পৃ: ২৩।

১৩. দ্রষ্টব্য Abdul Rahman Khan, *Muslim Contribution to the Science and Culture* (Delhi, Idarah-e-Adabiyat, 1980).

www.pathagar.com

১৪. মো. আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম *পূর্বোক্ত* পৃ: ৩৪।
১৫. বিস্তারিত S.M. Jaffar, *Education in Muslim India* (Delhi, (Delhi, Idarah-e-Adabiyat, 1973).
১৬. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৭০-৭১। আরও দেখুন, এ.জেড. এম. শামসুল আলম, *মাদ্রাসা শিক্ষা* (ঢাকা, বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০০০), পৃ: ৩-৪।
১৭. M. Iqbal, *Education in Pakistan* (Rawalpindi, 1967), pp.7-13.
১৮. Shabbir Ahmed, 'Traditional Indo-Muslim Education and its Tradition into Modernism', *Hamdard Islamic* (Karachi, 1976.) 'দারুল উলুম দেওবন্দ' মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

ক. কুরআনে কারীম, তাফসীর , হাদীস , ফিকাহ্ আকায়েদ ও কালাম এবং এ সকল দ্বীনী ইলমের সহিত সংশিষ্ট উপকারী ও সহায়ক বিষয়াবলীর শিক্ষাদান ও মুসলমানদেরকে পূর্ণরূপে ইসলামী জ্ঞান দান এবং হেদায়েত ও তাবলীগের দ্বারা ইসলামের খেদমত করা ।

খ. ইসলামী আমল - আখলাকের তারবিয়াত এবং ছাত্রদের জীবনে ইসলামী রূহ সৃষ্টি করা ।

গ. ইসলামের তাবলীগ প্রসার এবং দ্বীনের হেফাযত ও প্রতিরোধ এবং লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করা এবং মুসলমানদের মধ্যে তা'লীম ও তাবলীগের দ্বারা স্বর্ণযুগের ও সলফে ছালেহীনের আমল আখলাক ও ইসলামী জযবা সৃষ্টি করা ।

ঘ) সরকারের প্রভাব বলয় থেকে দূরে থাকা এবং ইলম ও চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করা ।

ঙ) ইলমে দ্বীনের প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং এগুলোকে দারুল উলমের সঙ্গে এলহাক করা। বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনতন্ত্র। (বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ) ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ:১৩। বাংলাদেশের দেওবন্দ অনুসারী মাদ্রাসাসমূহ প্রায় অভিন্ন লক্ষে অভিন্ন কায়দায় পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বোঝা যাবে 'মাদ্রাসা কাসেমুল উলুম, সিলেটের ঘোষিত নিম্নোক্ত ঘোষণা থেকে:

ক) প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে এইসব বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাহা আরবী শিক্ষার সহায়ক

www.pathagar.com

বা ধর্মীয় শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে আবশ্যকীয়। এই পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি ভাষাসমূহের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

গ) ইসলাম ধর্মের হিফাজত, বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষা ও তাবলীগের মাধ্যমে 'খাইরুল কুরূন' ও সলফে ছালেহীনের মত ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের ভাব জাগাইয়া তোলা এবং মুসলমান ছেলেমেয়েদিগকে দেশের খাঁটি নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা।

ঘ) এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা সমাপ্তকারীগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া সম্মানজনক জীবন যাপন করিতে পারেন, তজ্জন্য কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে মৌলিক দ্বীনী শিক্ষায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

ঙ) একই আদর্শে বিশ্বাসী দেশের সকল দ্বীনী মাদ্রাসাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানো।

চ) প্রাপ্তবয়স্কদের যথাসাধ্য দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (সিলেট জামেয়া কাসেমুল উলুম, ১৯৭৬, পৃ: ২- ৩।)

১৯. আলীগড় ও দেওবন্দীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন, সত্যেন সেন, *বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ: ৩৬-৪২ এবং Aziz Ahmad, *Islamic Modernism in India and Pakistan* (London, Oxford University Press, 1967), pp. 31-54, 103-12.

২০. বিস্তারিত, মোঃ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ১০-১৯।

২১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* ২য় খন্ড (ঢাকা, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ: ১৯৮।

২২. ওসমান গনী হাজীপুরী, 'কওমী মাদ্রসার ইতিহাস ও ঐতিহ্য', *মাসিক মদীনা,* ৩০ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, পৃ: ৩৫। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে ধারনার জন্য দেখুন, Munir D. Ahmed, "Muslim Education prior to the Establishment of Madrasha". *The Islamic Studies*, vol. 26. No. 4. pp. 321-349.

২৩. মাদ্রাসার উৎপত্তি, বিস্তৃতি, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা, পাঠ্যসূচি, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনার জন্য দেখুন *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৮-২১৫। *Shorter Encyclopaedia of Islam,* (Leiden, E.J. Brill, 1961), pp. 300-310. The Encyclopaedia of Islam. vol. v. New Edition

www.pathagar.com

(Leiden, E.J. Brill, 1986), pp.1122-54. আরও দেখুন, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ৭০-৭১।

২৪. সৈয়দ আহমদ, "বাংলাদেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা ও ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল," *ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকা* ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃ: ১৬৪-১৭৬। মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬৪।

২৫. বাংলাদেশে দেওবন্দ আন্দোলনের প্রভাব ও কওমী মাদ্রাসার সূচনা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, ওসমান গনি হাজীপুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ৩৫-৩৮। ওসমান গনির ধারনায় বাংলাদেশে দেওবন্দী ধারার মাদ্রাসা স্থাপনের সূচনা ও বিকাশ নিম্নরূপ: বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে স্থাপিত সর্বপ্রথম কওমী মাদ্রাসা হল 'মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা।' চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারী থানায় ১৯০১ সালে এই মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এ প্রক্রিয়ায় আরো অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এদেশে প্রায় ৪৪৩ টি কওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৫১টি ছিল দাওরা হাদীস মাদ্রাসা। সেমতে ১৯২০ সালে ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরী মাদ্রাসা, ১৯২৫ সালে ঢাকা ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া মাদ্রাসা, ১৯৩৬ সালে আশরাফুল উলুম বড় কাটারা মাদ্রাসা ঢাকা, ১৯৪৪ সালে চট্টগ্রাম চারিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, ১৯৪৬ সালে জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, ১৯৪৮ সালে হুসাইনিয়া আরাবিয়া রানাপিং মাদ্রাসা সিলেট, ১৯৪৯ সালে দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা ফরিদপুর, একই সালে দারুল উলুম বরুড়া মাদ্রাসা কুমিলা, ১৯৫০ সালে আযীযুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসা চট্টগ্রাম, ১৯৫০ সালে জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্রাসা ঢাকা, ১৯৫১ সালে আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসা মোমেনশাহী, ১৯৫৪ সালে দারুল উলুম কানাইঘাট মাদ্রাসা, ১৯৫৫ সালে জামেয়া এমদাদিয়া মাদ্রাসা কিশোরগঞ্জ, ১৯৫৮ সালে হোসাইনিয়া দারুল উলুম উলামা বাজার মাদ্রাসা নোয়াখালী, ১৯৫৯ সালে এযাযিয়া দারুল উলুম রেলওয়ে ষ্টেশন মাদ্রাসা যশোর, ১৯৬০ সালে মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা নেত্রকোনা ও ১৯৬২ সালে দারুস সালাম সোহাগী ময়মনসিংহ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। অতপর ১৯৬৪ সালের পরে এ সংখ্যা উত্তরোত্তর আরো বহুগুণে বৃদ্ধিলাভ করে। বর্তমানে ছোট বড় কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক এবং মক্তবের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। মক্তব-মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ১০ লক্ষাধিক এবং শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

www.pathagar.com

২৬. বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তথা আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য, সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে ধারনার জন্য দেখুন, Syed Nurullah and J.P. Naik, *A Students History of Education in India.* (1800-1965), (London, Macmillan, 1984).

২৭. উদ্ধৃত, মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩।

২৮. বিস্তারিত ধারনার জন্য দেখুন, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, *Reports on Islamic education and Madrasah Education in Bengal,* vol. 1-5. (Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1985), Dr Yakub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* (Dhaka, Islamic Foundation, 1989), E.I.J. Rosenthal, *Islam in Modern Nation State* (Cambridge, Cambridge University Press, 1965), pp. 344-358. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত। সাপ্তাহিক রোববার,* ঢাকা, ৮ মার্চ, ১৯৮৭।

২৯. দ্র:, *The Daily Star,* 31 December, 2002. *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস*, বর্ষ ২১, সংখ্যা ৩, অক্টোবর।

৩০. দেখুন, *মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৪-৫।

৩১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ২৪ ও ৭০-৭১।

৩২. *ঐ*, পৃ: ২৩৯-৪১

৩৩. *ঐ*, পৃ: ২৮১।

৩৪. *ঐ*, পৃ: ৩০৯।

৩৫. *ঐ*, পৃ: ৪০৭।

৩৬. *ঐ*, পৃ: ৪০৮-৪০৯। আরও দেখুন, *পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি* (ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী হইতে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত), শিক্ষাবর্ষ ২০০০, ঢাকা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড),পৃ: ৮-৯।

৩৭. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *ঐ,* পৃ: ৪০৯-১১। আরও দেখুন, *পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি* (আলিম পরীক্ষা ২০০১), ঢাকা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পৃ: ৩-৪, ২৫-২৬, ২৮-২৯।

৩৮. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *ঐ,* পৃ: ৪১১। আরও দেখুন, *পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি* (ফাযিল পরীক্ষা ২০০০), ঢাকা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, পৃ: ৩।

৩৯. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *ঐ,* পৃ: ৪১১-১৩। আরও দেখুন, *কামিল*

www.pathagar.com

পাঠ্যতালিকা ঢাকা, (আল বারাকা লাইব্রেরী), পৃ: ৩-৮, ৯-১৪, ১৫-২১, ২২-২৭, ২৮-৩১।

৪০. *পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি* (ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী হইতে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত), শিক্ষাবর্ষ ২০০০।

৪১. সাক্ষাৎকার: মাওলানা ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই আলীয়া, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, মাওলানা তমীযুদ্দীন, রেজিষ্ট্রার, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও জনাব আবদুস সাত্তার, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরিদর্শক, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

৪২. হাসান মোহাম্মদ, "বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা", *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টাডিজ*, vol XI, 1990, পৃ: ১৩১।

৪৩. দৈনিক ইনকিলাব, "দ্বাদশ বার্ষিক সমাবর্তন ও আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন-৯৪" সংখ্যা। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

৪৪. *ঐ.*

৪৫. সাক্ষাৎকার মাওলানা আবদুল আযীয, সদরুল মোদাররেসীন, দারুল উলুম, হাটহাজারী। উপর্যুক্ত মাদ্রাসা সম্পর্কে ধারনা লাভে দেখুন, আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, "দারুল উলুম, হাটহাজারী মাদ্রাসার শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান", দৈনিক ইনকিলাব, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৫।

৪৬. হাসান মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত, ১৩০-৩১।

৪৭. সাক্ষাৎকার: মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রিন্সিপাল, বশিরিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

৪৮. সাক্ষাৎকার: মাওলানা এ.কে.এম. আবদুলাহ, প্রিন্সিপাল, লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর।

৪৯. সাক্ষাৎকার: মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী, মোহতামীম, জামেয়া হোসাইনিয়া, মীরপুর, ঢাকা।

৫০. *দেখুন*, মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *কওমী মাদ্রাসা: আকাবিরের ভাবনা*, (ঢাকা,মাদ্রাসা দারুর রাশাদ, ২০০১), পৃ: ২৪। মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী, *ঐ*, পৃ: ১০০। মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী, *ঐ* পৃ: ১১৩-১৪। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী, *ঐ*, পৃ: ৫৮।

৫১. সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহীবুল হক, ছদরুল মোদাররেছ, মাদ্রাসা কাসেমুল উলুম, সিলেট।

www.pathagar.com

৫২. সাক্ষাৎকার: গোলাম মোস্তফা, স্বত্বাধিকারী, কওমী পাবলিকেশন্স (বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসভূক্ত গ্রন্থের বৃহত্তম প্রকাশক), মতিঝিল, ঢাকা।

৫৩. *মাদ্রাসা প্রাইমারীর পাঠ্য তালিকা* (ঢাকা, বেফাকুল মাদারিস কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ: ১২-২০।

৫৪. এ জেড, এম. শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ৭৯-৮০।

৫৫. Showakat Ara Begum, Dr. Tofael Ahmed and Masuda A Chowdhury, 'Literacy Movement in Bangladesh and Role of Community Institutions: Exploring Comilla Experience, *The Journaal of Rural Development*, vol. 26. No. 2, July, 1996, pp. 39-40.

৫৬. বেফাকুল মাদরাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, 'হিফযের নেছাব ও পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরী ঘোষণা' (প্রচারপত্র), ৫-৯-১৯৯৪। বিস্তারিত, এ. জেড.এম. শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ১০৭-২৬।

৫৭. বিস্তারিত, এ. জেড.এম. শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ৫৪-৭৮, ১২-২৭।

৫৮. মুজফ্ফর আহমদ, 'বঙ্গদেশের মাদরাসা শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* কলকাতা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

৫৯. বিস্তারিত, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ২৪, ২৮১, ২৮৬, ২৯১।

৬০. দেখুন, *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মসূচি,* (ঢাকা, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, তারিখ নেই) পৃ: ৬। এদেশের কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাধারী আলিমদের বাংলা ভাষা বিমুখতা দেখে ১৯৮৪ সালে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এক ওলামা সমাবেশে বলেছিলেন: এদেশের ভাষাকে (বাংলা) আপনারা অস্পৃশ্য মনে করবেন না। বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোন পূণ্য নেই, যত পূণ্য সব আরবী আর উর্দুতে- এ ধারনা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা। নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল প্রতিভা রূপে গড়ে তুলুন।" উদ্ধৃত, *কওমী মাদরাসা: আকাবিরের ভাবনা,* পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪।

৬১. বিস্তারিত, এম.এ.রকিব, 'মাদ্রাসা শিক্ষার স্বর্ণযুগ', *অগ্রপথিক,* ২০ এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃ: ১৫।

৬২. আল জামেয়াতুল ইসলামীয়া, পটিয়ার দ্বাদশ সমাবর্তন বিশেষ ক্রোড়পত্র, *দৈনিক ইনকিলাব,* পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

৬৩. এ গবেষণা কর্মের উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী

www.pathagar.com

প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় গিয়ে উপযুক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৬৪. আবদুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ: ৬৯। বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড পরিদর্শন করে এ গবেষকেরও অনুরূপ ধারনা হয়েছে।

৬৫. *গঠনতন্ত্র*, ঢাকা, বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া, তারিখ নেই, পৃ: ২-৩।

৬৬. সাক্ষাৎকার: মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার, মহাসচিব, বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ ও মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, *পূর্বোক্ত।*

৬৭. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ২৩৮, ৫৬২-৬৪।

৬৮. বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) রমজান মাসে কওমী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। দেখুন, *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মসূচি*, ঢাকা , বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, তারিখ নেই , পৃ : ৭। আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দের জন্য ন্যূনতম বেতনক্রম প্রনয়ন ও প্রবর্তন সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৯ সালে গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

৬৯. মো. ইলিয়াছ আলী পূর্বোক্ত, পৃ : ৩৫০ এবং Bangladesh Educational Statistics 2000, (Dhaka, Bangladesh Bureau of Educational Information and statistics (BANBEIS).

৭০. *Statistical Year Book of Bangladesh*, 1980, 1982, 1983-84, 1984-85, 1986 (Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics) এবং Bangladesh Educational Statistics , 2000, *Ibid.*

৭১. *Ibid.*

৭২. Stastistical Year Book of Bangladesh, *op.cit.*

৭৩. Bangladesh Educational Statistics, *op.cit.*

৭৪. এ.জেড. এম. শামসুল আলমের মতে, বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা চার হাজারেরও বেশী হবে। *মাদ্রাসা শিক্ষা, ঐ*, পৃ: ৬।

৭৫. Stastistical Year Book of Bangladesh, *op.cit.* এবং Bangladesh Educatinal Statistics, *op.cit* . ধারাবাহিক ভাবে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি বিধায় মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সমরূপ উপাত্ত দেয়া যায়নি।

৭৬. ফারাহ দীবা চৌধুরী, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: একটি পর্যালোচনা' *সমাজ*

www.pathagar.com

নিরীক্ষণ, মে ১৯৯৫, পৃ: ৭২-৭৫।

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে 'জমিয়তুল মোদাররেসীন কমিটি' ও 'সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেইন কমিটি এর রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে মূদ্রিত হয়েছে। Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, *Reports on* vol.4 Dhaka, 1987, 165-454. বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনার জন্য দেখুন, Dr. A.K.M. Ayub Ali, *op.cit.* pp. 191-96. Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, *op.cit. vol. v. pp. 301-387.*

৭৭. *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিবার্ষিক রিপোর্ট* ১৯৮৬-৮৭ এবং *ঐ* (১৯৮৭-৮৮) (ঢাকা, রেজিষ্ট্রার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃ: ৩৩।

৭৮. *ঐ* 'মুখবন্ধ' দেখুন।

৭৯. দেখুন, মুহম্মদ আযহার উদ্দীন, 'শিক্ষা কার্যক্রম: প্রসঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,' *দৈনিক সংগ্রাম* ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৪।

৮০. উদ্ধৃত, *ঐ*।

৮১. শহিদুল ইসলাম, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: 'বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স' প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির পাঠক্রম', *দৈনিক আজকের কাগজ,* ১৮ কার্তিক, বুধবার, ১৪০১।

৮২. দ্র: সৈয়দ আলী আশরাফ, 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়' *দৈনিক ইনকিলাব* ৩১ মে, ১৯৯৪। আরও দ্রষ্টব্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববদ্যািলয় চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন প্রচারপত্র।

৮৩. দ্র: সাক্ষাৎকার: হাফেয সৈয়দ নুরুদ্দীন, প্রিন্সিপাল, বগুড়া মুস্তফাবিয়া সরকারী মাদ্রাসা এবং প্রিন্সিপাল, সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা।

৮৪. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা,* মুস্তাফা নুরউল ইসলাম কর্তৃক ইংরেজী থেকে অনূদিত ঢাকা (বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ: ৯০।

৮৫. Ali Shariati, *We and Iqbal* (Tehran, Missorieh, Irshad, 1979), p. 207. উদ্ধৃত, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, 'উলামা ও সমকালীন মুসলিম বিশ্ব' *ইতিহাস* (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৮৭), পৃ: ১।

৮৬. এ.জেড.এম. শামসুল আলম *পূর্বোক্ত,* পৃ: ৬।

৮৭.. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা* অনু, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, (ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ: ২৭।

৮৮.. প্রফেসর আহমেদ আল-বেলীর মতামত, উদ্ধৃত, Syed Sajjad Hussein and Syed Ali Ashraf *Crisis in Muslim Education* (Jeddah, King Abdul Aziz University, 1979), pp. 64-69.

www.pathagar.com

৮৯. Syed Sajjad Hussein and Syed Ali Ashraf, *Ibid* P. 1, এ জাতীয় ধারণার সপক্ষে আরও বক্তব্য রয়েছে, S.N. Al-Attas, *Aims and Objective of Islamic Education (*Jeddah, King Abdul Aziz University, 1979).

৯০. দেখুন, *পাঠ্যতালিকা ২০০০: মাদ্রাসা*, ঢাকা, ইসলামিক এডুকেশান সোসাইটি, ২০০০। পৃ: ৩-১০।

৯১. *দেখুন, The Daily Star* সহ ০৩.০১.২০০৩ তারিখের অন্যান্য দৈনিক পত্রিকাসমূহ।

৯২. *ঐ*

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

[গ্রন্থ, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, পাঠ্যসূচি, গঠনতন্ত্র, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি, সাময়িকী, সংবাদপত্র ইত্যাদি]

আ.খ. আবদুল মান্নান, *শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষানীতির মূলকথা,* ঢাকা, ১৯৭৮।

আবদুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ,* ঢাকা, ১৯৮৫।

আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, 'দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসার শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান', *দৈনিক ইনকিলাব,* ১০ এপ্রিল, ১৯৯৫।

আফজাল হোসাইন, *শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ,* ঢাকা, ১৯৯৩।

আল জামেয়াতুল ইসলামীয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের দ্বাদশ সমাবর্তন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন, *দৈনিক ইনকিলাব,* ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

আ.ফ.ম. আবদুল বারী, *আমাদের শিক্ষায় ইতিহাস,* ময়মনসিংহ, ১৯৭২।

ইসলামিক এডুকেশান সোসাইটি, *পাঠ্যতালিকা : মাদ্রাসা,* ঢাকা, ২০০০।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, *দ্বিবার্ষিক রিপোর্ট,* ঢাকা, ১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৮৭-৮৮।

এ.জেড,এম. শামসুল আলম *মাদ্রাসা শিক্ষা,* ঢাকা, ২০০০।

এম. এ. রকীব, 'মাদ্রাসা শিক্ষার স্বর্ণযুগ' *অগ্রপথিক,* ২০ এপ্রিল, ১৯৮৯।

এস.এম. জাফর, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা,* অনু, রশীদ আল ফারুকী, ঢাকা, ১৯৮৮।

ওসমান গণী হাজীপুরী, 'কওমী মাদ্রাসার ইতিহাস ও ঐতিহ্য', *মাসিক মদীনা,* ৩০ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

জামেয়া কাসেমুল উলুম পরিচিতি, সিলেট, ১৯৭৬।

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বাংলার উচ্চ শিক্ষা,* কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

ফারাহ দীবা চৌধুরী, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: একটি পর্যালোচনা' *সমাজ নিরীক্ষণ,* মে, ১৯৯৫।

বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া, *বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনতন্ত্র,* ঢাকা, ১৯৮৮।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা, তারিখ নেই।

মাদ্রাসা প্রাইমারী পাঠ্যতালিকা, ঢাকা, তারিখ নেই।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, *পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি* (ইবতেদায়ী-দাখিল), ঢাকা ২০০০।

www.pathagar.com

ঐ (আলিম), ঢাকা, ২০০১।
ঐ (ফাযিল), ঢাকা, ২০০০।
ঐ (কামিল), ঢাকা, তারিখ নেই।
মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৯৪।
বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮।
বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, ১৯৭৮ (১-৭ খণ্ড)
বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত-ই-খুদা ও অন্যান্য), ১৯৭৭।
বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যানবেইস) ঢাকা, ১৯৭৯।
মোঃ আজহার আলী ও অন্যান্য, *শিক্ষার ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৮৭।
শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৬।
মো. আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম, *মুসলিম শিক্ষা,* ঢাকা, ১৯৯৪।
মো. আবদুল কুদ্দুস, *শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা,* কুমিল্লা, ১৯৬৬।
মুহাম্মদ আযহার উদ্দীন, 'শিক্ষা কার্যক্রম: প্রসঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,' *দৈনিক সংগ্রাম,* ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৪।
মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৮০।
মাইরন ওয়েইনার, আধুনিকায়ন, অণু, রুহুল আমিন, ঢাকা, ১৯৭০।
মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি,* ঢাকা, ১৯৮৭।
মো. ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ,* ঢাকা, ১৯৯৯।
মুজফফর আহমদ, 'বঙ্গদেশের মাদরাসা শিক্ষা', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* কলকাতা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, *অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি: জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ,* ঢাকা, ১৯৭৯।
শামসুল হক, *শিক্ষা প্রসঙ্গ,* ঢাকা, ১৯৮৩।
সাইয়েদ আলী হাসান আলী নদভী, *কওমী মাদরাসা: আকাবিরের ভাবনা,* ঢাকা, ২০০১।
সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা,* অনু, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ঢাকা, ১৯৭৯।
শহিদুল ইসলাম, 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স' প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির পাঠক্রম' *দৈনিক আজকের কাগজ,* ১৮ কার্তিক, ১৪০১।
সফিউদ্দীন জোয়ারদার, 'উলামা ও সমকালীন মুসলিম বিশ্ব, *ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৮৭।
সৈয়দ আহমদ, 'বাংলাদেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা ও ঢাকা গভর্নমেন্ট হাই স্কুল', *ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৬।
সৈয়দ আলী আশরাফ, 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়', *দৈনিক ইনকিলাব,* ৩১ মে, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

সৈয়দ আজিজুল হক *বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা,* অনু, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৯।
হাসান মোহাম্মদ, *তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামাআত,* ঢাকা, ২০০০।
'বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টাডিজ,* ভল্যুম XI, ১৯৯০।

Abdul Mannan, *History of Education,* Rajshahi, 1969.
Aziz Ahmad, *Islamic Modernism in India and Pakistan,* London, 1967.
Ali Shariati, *We and Iqbal,* Tehran, 1979.
A.S. Tritton, *Materials on Muslim Education in the Middle Ages,* London, 1957.
Bangladesh Bureau of Statistics, *Bangladesh Educational Statistics 2000, Dhaka.*
Statistical Year Book of Bangladesh 1980, 1982, 1983-84, 1984-85, 1986.
B.D. Bhatt and Aggarwal, *Educational Documents in India (1931-1968),* New Delhi, 1969.
E.I.J. Rosenthal, *Islamic in Modern Nation State,* London, 1965.
F.K. Khan Durrani, *A Plan of Muslim Educational Reforms,* Lahore, No date.
Fazlur Rahman, *New Education in The Making in Pakistan: its Ideology and Basic Problems*, London, 1953.
Frank, E. Keay, *A History of Education in India and Pakistan,* London, 1959.
J.S. Coleman, (ed). *Education and Political Development,* NewJersey, 1965.
Macmillan & Company and the Free Press, *The Encyclopeadia of Education,* 1971.
Md. Atiya El Ibrashi, *Education in Islam* tr. by Ismail Kashmiry, Cairo, 1967.
M. Hamiduddin Khan, *History of Muslim Education (712 to 1750 A.D.*), Karachi 1967.

www.pathagar.com

M. Iqbal, *Education in Pakistan,* Rawalpindi, 1967.
Mumtaz Ahmad, "Piety and politics: Continuty and change in the Traditional Islamic Education and The Role of Ulama in Muslim South Asia."
M.M. Sharif, *Islamic and Educational Studies,* Lahore, 1964.
Munir D. Ahmad, 'Muslim Education prior to the Establishment of Madrasha,' *The Islamic Studies* vol. 26, No. 4.
M.Z. Hasan, *Educating Pakistan,* Lahore, No date.
Nur Ahmad, *Education and Educational Problems,* Chittagong, No date.
Report of the Commission on National Education, Karachi, 1959.
Report of Calcutta Madrasha, 1927-28, 1931-32, 1936-37.
Report of the Educational Reforms Commission. East Pakistan, 1957.
Report of the Dhaka University Committee, 1962.
Report of the Islamic University (Dr. A Bari) Committee, 1976-77.
Report of the Moslem Education Advisory (Momen) Committee, 1931-34 (MEAC)
Report of the Madrasah Syllabus Committee, 1946-47.
Report of the Madrasah Education Committee, 1938-41.
Report of the Indian Education Commission 1982.
Report of the Shamsul Huda Committee, 1921.
Reynold, A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs,* Cambridge, 1953.
Sayyed Nasr Hossain, *Science & Civilization in Islam,* Cambridge, 1968.
Sayed Nurullah and J.P. Naik, *A Students History of Education in India,* London, 1964.
Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden 1961.
Shabbir Ahmad, 'Traditional Indo-Muslim Education and Tradition into Modernism', *Hamdard Islamica,* Karachi, 1976.
S.M. Jaffar, *Education in Muslim India,* Delhi, 1972.
Sekander ali Ibrahimi, *Reports on Islamic Education and Madrasah*

www.pathagar.com

Education in Bengal vol 1-5. Dhaka, 1985.

Showakat Ara Begum, Dr. Tofael Ahmad et.al. 'Literacy Movement in Bangladesh and Role of Community Institutions: Exploring Comilla Experience', *The Journal of Rural Development,* vol. 26, No. 2. July, 1996.

Syed Sajjad Hussein and Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education,*Jeddah, 1979.

S.N. AL-Attas, *Aims and Objective of Islamic Education,* Jeddah 1979.

Yakub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh,* Dhaka, 1989.

The revised Madrasah course of 8 years duration which were introduced in the year 1871.

1st Class	--	Sullam, whole; Musallam, whole; Shifai, first half; Hidayah, five chapters; Maqamat Hariri, first half, Mutaw-wal-as much as printed.
2nd Class	--	Mutanabbi, first half; Mukhtasari-i-Maa'ni, second half; Tawzih, whole; Mir, whole; Tarikhul Khulafa, second half; Hidayah, fourth chapters.
3rd Class	--	Nurul Anwar, second half; Mukhtasarul Ma'ani,

www.pathagar.com

		first half; Sharhi Viqayah, seven chapters; Qutbi, second half; Sab'u Mu'allaqah, whole; Tarikhul Khulafah, first half.
4th Class	--	Law of Inheritance, whole; Sharhi Mullah, second half; Nurul Anwar, first half, 'Ajabul' Ujab, first; Qutbi, first half; Sharhi Viqayah, five chapters.
5th Class	--	Sharhi Tahzib, whole, Sharhi Mulla, first half; Anwar Suhaili, two chapters.
6th Class	--	Kafiah, whole; Mizani Mantiq, whole; Fusul Akbari; Second half; Nafhatul Yemen, first Chapter; Akhlaqi Muhsini, first twenty chapters.
7th Class	--	Hidayatun Naho, whole, Fusul Akbari, first half; Nafhatul Yemen, half of first chapter; Sharhi Miat, whole; Gulistan, four chapters.

The course of studies for the eighth class is not available. Besides Arabic and Persian, there was provision for the teaching of English, Urdu and Bengali. (vide Report of the MEC, 1978, p 10).

উদ্ধৃত, Dr. A.K.M. Yakub Ali, *History of Traditional Islamic Education* in Bangladesh, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1983, p. 207.

www.pathagar.com

সংযোজন ২

Progress of traditional Islamic education in Bangladesh. Statement showing the number of recognised Madrasahs and of the madrashas affiliated to the Madrasha Education Board with number of students in un-divided Bengal and Bangladesh in different periods. Number of Maktabs, Furquania and Khariji (Qawmi) Madrasahs are shown in a separate statement. The figures for 1781-1947 are for undivided Bengal and from 1948 for Bangladesh.

Year	No. of recognised Madrasahs	No. of pupils	Remarks
1201-1757	80,000	--	During the Muslim rule in Bengal, Bihar and Orisa
1781-1816	1 (Govt.)	--	Calcutta Madrasah
1817-1828	2 (Govt.)	--	Calcutta and Hooghly Madrasah Estd. 1817.
1829-1851	2 (Govt.)	72	Average No. of pupils for 22 years in two govt. Madrasah
1869-1870	2 (Govt.)	147	Calcutta Madrasah-98; Hooghly 49
1873	5 (Govt.)	--	Cal., Dac., Raj., Ctg. and Hooghly
1876-77	5 (Govt.)	648	(vide MEAC P. 10)
1881-82	5	1,089	*(Ibid)*
1884	6	1,191	Including Murshidabad Madrasah
1885	10	1,386	5 govt. Madr-1057. 5 private Madra-329-1386
1886-87	10	1,508	(vide MEAC, P.15)

[উদ্ধৃত, Dr. A.K.M. Yakub Ali, *op.cit.* p. 214.]

www.pathagar.com

সংযোজন ৩

Statement showing the number of affiliated madrasahs to the East Pakistan Madrasah Education Board for twelve years after Independence, that is from 1952-63

Years	Dhakil	Alim	Fazil	Kamil	Total
1952	154	304	123	9	590
1953	273	306	125	10	714
1954	281	306	125	10	722
1955	337	331	130	10	788
1956	380	300	130	10	820
1957	417	316	138	13	884
1958	450	316	138	15	919
1959	480	240	140	15	875
1960	500	250	174	17	941
1961	530	260	169	17	976
1962	560	287	180	22	1,149
1863	580	299	190	22	1,091

[উদ্ধৃত, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Part iv. Islamic Foundation Bangladesh, 1987. p. 540.]

www.pathagar.com

সংযোজন ৪

Statement showing the number of madrashas affiliated to the East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca along with the number of students for the session 1962-63.

Number of Students

Category of Madrasah	No of Affiliated Madrasahs	Kamil	Fazil	Alim	DakOhil	Ibtidayi	Total no. of students
Kamil standard	22	1474	1052	775	2057	228	5586
Fazil standard	190	-	5248	6674	27440	9665	49027
Alim standard	299	-	-	4840	15025	5139	25004
Dakhil standard	580	-	-	-	42654	21352	64006
Total	1091	1474	6300	12289	87176	36384	143623

[উদ্ধৃত, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, *op.cit.* p. 537]

www.pathagar.com

STATISTICS OF QAWMI (UNRECOGNIZED OR KHARIJI) MADRASAHS.

Statement showing number of teachers, students with yearly and average monthly income and expenditure for the session 1962-63

Name of Divisions	Total No. of Madrasahs	Total No. of Teachers	Total No. of Students	Yearly income from Subscription & Donation	Yearly Landed Expenditure	Property in acres
Dhaka Dn.	81	498	12876	314090.62	327175.29	150.75
Chittagong Dn.						
Khulna Dn.z	293	1802	34064	1296053.93	1242659.3 3	490.90
Rajshahi Dn.						
	14	66	1837	51114.52		60.12
	90	243	7600	133299.00	50349.66 126435.00	260.43
Total:	478	2608	56577	1794558.07	174619.28	962.20
Average monthly account of . qawmi Madrasahs	478	2608	56577	149546.51	145551.61	962.20
Plus average monthly account of recognized Madrasahs	1091	9780	143623	611757.64	620491.12	1694.01
Grand Total	1569	12388	200200	761306.15	766042.73	2656.21

[উদ্ধৃত, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, *op.cit.* p. 543]

www.pathagar.com

সংযোজন ৬

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ (কুদরত-ই খুদা কমিশন) এর অংশবিশেষ

ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজীও মাদ্রাসার শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তবে ইসলামী শিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, অন্যান্য শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমুল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়ে এবং সর্বস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য যে আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, পালি, ইত্যাদি যে কোন একটি হতে পারে। তবে যারা ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা পড়বে না তারা সপ্তম শ্রেণী থেকে অতিরিক্ত হিসাবে ইংরেজী পড়বে। তদুপরি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষাও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক ও সাধারণ উভয় কোর্সেই ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় রূপে স্থান পেয়েছে। মাদ্রাসাগুলিও তাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক জীবনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। বাংলাদেশ ইসলামিক শিক্ষা সংস্কার সংস্থা তাদের স্মারকলিপিতে মাদ্রাসা সংস্কারের যে মৌলনীতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত মাদ্রাসার প্রাথমিত স্তরটিকে সমপরিসর ও একত্রিভূত করা এবং পরিবর্তিত স্তরগুলিকেও সমপরিসর ও যথা সম্ভব সমন্বিত করা বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে ব্যবহার করা।

আমরা উক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সংগে একমত। আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদ্রাসা ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক 'ধর্মশিক্ষা' কোর্স পড়তে পারবে। এ কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত আবশ্যিক চারটি পাঠ্য বিষয় (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী) অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। এ শিক্ষার পরবর্তী স্তর বিন্যাস হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দু'বছরের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স। এ কোর্সগুলির নামকরণ এবং তাদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবেন। আমরা আশা করি এরূপ সংস্কারের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করবে এবং নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

[উদ্ধৃত, Dr. Sekandar Ali Ibrahimi, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Part - v. Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1990. pp. 272-278]

www.pathagar.com

সংযোজন ৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৭৬ এর সুপারিশ অনুযায়ী আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচী

স্তরের নাম	পাঠ্য বিষয়ের নাম	মোট নম্বর
১. ইবতেদায়ী স্তর প্রাইমারী) (৪ বছর (ময়াদী)	১. কুরআন ও তাজবীদসহ উর্দু পঠন	১০০
	২. দীনিয়াত	১০০
	৩. আরবী	১০০
	৪. বাংলা	১০০
	৫. গণিত	১০০
	৬. ইতিহাস	১০০
	৭. ভূগোল	১০০
	৮. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
	৯. শারীরিক শিক্ষা	১০০
	১০. আর্টস এন্ড ক্রাফট্স	১০০
		১০০
২. দাখিল স্তর (মাধ্যমিক) (৬ বছর মেয়াদী)	১১. পবিত্র কোরআন তাজবীদসহ পাঠ্যাভ্যাস	১০০
	১২. নির্বাচিত সুরার অনুবাদ	১০০
	১৩. আকাঈদ	১০০
	১৪. আল ফিকহ্	১০০
	১৫. উসুলে ফিকহ্	১০০
	১৬. আরবী সাহিত্য	১০০
	১৭. আরবী ব্যাকরণ ও অনুবাদ	১০০
	১৮. বাংলা	১০০
	১৯. গণিত	১০০
	২০. সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল ও	১০০
	পৌরনীতি)	১০০
	২১. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
	২২. ইংরেজী	১০০
	২৩. শারীরিক শিক্ষা ও আর্টস এন্ড ক্রাফটস	১০০
	২৪. ফার্সি অথবা উর্দু	১০০
		১০০
৩. আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) স্তর (২ বছর মেয়াদী)	ক) মানবিক বিভাগ	১০০
	১. পবিত্র কুরআনের অনুবাদ	১০০
	২. আল হাদিস ও উসূলে হাদিস	১০০
	৩. আরবি সাহিত্য	১০০
	৪. আল ফিকহ্ (ইসলামি আইন)	১০০

www.pathagar.com

	৫. উসুলে ফিকহ (ইসলামী আইনের নীতিমালা)	১০০ ১০০
	৬. ইলমুল মিরাস (স্বত্বাধিকার আইন)	৫০
	৭. ইলমুল মানতিক	১০০
	৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
	৯. বাংলা	২০০
	১০. নিম্নে যে কোন দুটি বিষয় (ক) ইংরেজী (খ) উর্দু (গ) ফার্সি (ঘ) সাধারণ বিজ্ঞান	
	খ) বিজ্ঞান বিভাগ	১০০
	১. আল কুরআন এর অনুবাদ	১০০
	~~২. আল হাদীস ও উসুলে হাদীস~~	~~১০০~~
	৩. আরবী সাহিত্য	১০০
	৪. আল ফিকহ	৫০
	৫. ইলমুল মীরাস	১০০
	৬. বাংলা	১০০
	৭. ইংরেজী	১০০
	৮. সাধারণ গণিত	১০০
	৯. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০
	১০. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০
	১১. উদ্ভিদ বিজ্ঞান, গণিত	২০০
	১২. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি) (ক) গণিত (খ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান (গ) উচ্চতর ইংরেজী (ঘ) উর্দু (ঙ) ফার্সি (চ) উচ্চতর বাংলা (ছ) কৃষি (জ) ইসলামের ইতিহাস (ঝ) উসুলে ফিকহ (ঞ) তর্ক শাস্ত্র	
৪. ফাযিল (স্নাতক) স্তর (২ বছর মেয়াদী)	ক) কলা বিভাগ	
	১. তাফসীরুল কুরআনুল কারিম ও উসুলে তাফসীর	১০০ ১০০
	২. আল হাদীস ও উসুলে হাদীস	৩০০
	৩. আরবী সাহিত্য (পদ্য, গদ্য ও ব্যাকরণ, রচনা, অনুবাদ ইত্যাদি)	১০০
	৪. আল ফিকহ	১০০

www.pathagar.com

	৫. উসুলে ফিকহ্ ৬. উলমুত তাওহীদ ওয়াল আকাঈদ ৭. ইসলামী ইতিহাস ৮. বাংলা ৯. ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ২টি) (ক) ইংরেজী (খ) উর্দু (গ) ফার্সি (ঘ) তর্ক শাস্ত্র (ঙ) আত তাশাউফ (চ) অর্থনীতি (ছ) ইসলাম দর্শন (জ) আল আখলাক ওয়াল আদাবুল ইসলামী (ঝ) কৃষি (ঞ) আধুনিক অর্থনীতি	১০০ ১০০ ১০০ ২০০
	খ) বিজ্ঞান বিভাগ ১. আত্ তাফসীর ২. আল হাদীস ৩. আরবী সাহিত্য (পদ্য ও গদ্য) ৪. বাংলা ৫. ইংরেজী ৬. পদার্থ বিজ্ঞান ৭. রসায়ন বিজ্ঞান ৮. জীব বিজ্ঞান/গণিত ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ২টি) (ক) গণিত (খ) প্রাণী বিজ্ঞান (গ) উচ্চতর বাংলা (ঘ) উচ্চতর ইংরেজী (ঙ) কৃষি (চ) আল ফিকহ্ ওয়াল উসুলে ফিকহ (ছ) ইসলামের ইতিহাস	১০০ ১০০ ২০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২০০
৫. কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর (২ বছর মেয়াদী)	ক) হাদিস বিভাগ ১. হাদিস (৬টি পত্র-সিহাহ সিত্তাহ ও উসুলে হাকিম) ২. তাফসীর (২টি পত্র-আল কাশবাক আল বায়হাকীর নির্বাচিত অংশ উসুলে তাফসীর) ৩. ইসলামের ইতিহাস (২টি পত্র)	৬০০ ২০০ ২০০

www.pathagar.com

	খ) তাফসীর বিভাগ	
	১. তাফসীর (৪টি পত্র-আল কাশবাক আল	৪০০
	বায়হাকী)	৫০০
	২. উসুলুত তাফসীর (৫টি পত্র)	১০০
	৩. আল হাদীস (১টি পত্র-কিতাবুত	১০০
	তাফসীর)	১০০
	৪. ফিকহুল কুরআন (১টি পত্র)	১০০
	৫. ইজাযুল কুরআন ও মায়ানিউল কুরআন	
	৬. ইসলামের ইতিহাস	
	গ) ফিকহ্ বিভাগ	
	১. আল হাদীস (জামিউল বুখারী)	২০০
	২. ইলমুত তাওহীদ ওয়াল কালাম	২০০
	৩. আল ফিকহুল ইসলামী	২০০
	৪. ইসলামের ইতিহাস	২০০
	ঘ) আল আযাবুল আরবী বিভাগ	
	১. আরবী সাহিত্য (ক্লাসিকাল গদ্য)	২০০
	২. আরবী সাহিত্য (ক্লাসিকাল পদ্য)	২০০
	৩. আরবী সাহিত্য (আধুনিক গদ্য)	২০০
	৪. আরবী সাহিত্য (আধুনিক পদ্য)	২০০
	৫. অলংকার বিদ্যা ও ছন্দ প্রকরণ	১০০
	৬. সাহিত্য ও সমালোচনা	১০০
	৭. শিক্ষা কলাকৌশল	১০০
	৮. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	১০০

উদ্ধৃত: মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা, ১৯৯৯।

www.pathagar.com

নির্ঘন্ট

আদম (আ:) ১২
আতাউর রহমান খান ১৮,২০,৪০
আবু নসর ওয়াহিদ ১৭
আল কিন্দী ৪৯
আল গাজ্জালী ১৯
আল ফারাবী ১৯,৪৯
আল বেরুনী ৪৯
আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব ১৬
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ১৬
আসআদ ইবনে যুবাবা ১৭
আলমাওয়ার্দী ১৯
আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি ২১-২২,২৩,২৪,২৬-৩৩,৫২-৫৩,৭৯,৮৪-৮৬
আলীয়া মাদ্রাসা: শিক্ষা মেয়াদ ২৪,২৫,৪০-৪১
আলীয়া মাদ্রাসা: শিক্ষা মাধ্যম ২৩,৩৯-৪০
ইবনে খলদুন ১৯,৪৯
ইবনে ইসহাক ৪৯
ইবনে তায়ামীয়া ১৯
ইবনে বতুতা ৪৯
ইবনে রুশদ ১৯
ইবনে সিনা ১৯,৪৯
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ২০,৪৬,৪৭,৪৮
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ৪৭
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ৫২,৫৩
ইসলাম: জীবন ব্যাপী শিক্ষা ১৩
ইসলাম: জাগতিক শিক্ষার গুরুত্ব ১৩,১৪,৪৯-৫০
ইসলাম: নারী শিক্ষা ১৩
ইসলাম: নেতৃত্বের যোগ্যতা ৯
ইসলাম: শিক্ষার গুরুত্ব ১২-১৩
ইয়াজউদ্দীন আহম্মদ ৬৩
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৫

www.pathagar.com

ঈসা আফেন্দী ৪৯
উইলিয়াম এ্যাডাম ১৫,২১
এম.এ.বারী ২০
এম, ওসমান ফারুক ২১
ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা ১৮
কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি
কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহনকারীদের পেশা ৩৬
কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ৩৬,৪১
কওমী মাদ্রাসা: সূচনা ও ব্যাপ্তি ৬৭-৬৮,৮২৫১,৬৫
কওমী মাদ্রাসা:শিক্ষার মাধ্যম ৭১
কিন্ডারকার্টেন মাদ্রাসা ৩৯
কুদরত-ই খুদা কমিশন ৮৩
কলিকাতা মাদ্রাসা ১৫,১৭,৪১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫
খোলাফায়ে রাশেদীন ৯
গবেষণা পদ্ধতি ১২
গবেষণা লক্ষ্য ১০
জে,এস,কোলম্যান ১১
জিয়াউর রহমান ২০,৪৭,৬২
তাবলীগ আন্দোলন ১৩
তাবলীগ জামাআত ১৩
দারুল উলুম, দেওবন্দ ১৬,৩৬,৬৫-৬৬
ধর্মপ্রচারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৬
ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ৫০-৫১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৭,১৮
নিউস্কীম মাদ্রাসা ১৭-১৮
নবাব আবদুল লতিফ ১৬-১৭
নূর খান ২০
প্রথম মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৭
প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০-১১
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ৩৭-৩৮
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৫
ফেরদৌসী ৪৯
ফারাবি ৪৯

www.pathagar.com

বখতিয়ার খিলজী ১৪,১৫৬,৭
বেগম খালেদা জিয়া ৪৭,৬২
বার্ট্রান্ড রাসেল ১১
বৃটিশ শিক্ষানীতির লক্ষ্য ১৫
বৃটিশ শাসন পূর্ব মুসলিম শিক্ষা ২১
বিভিন্ন ধরণের আধুনিক মাদ্রাসা ৩৯
বংগভঙ্গ ১৭-১৮
বাংলাদেশ: শিক্ষার লক্ষ্য ১১, ৬২-৬৩
বাংলাদেশ:ক্রমবর্ধমান আধুনিক শিক্ষা ৪৪-৪৬
বাংলাদেশ: শিক্ষার দুইধারা ১০,১৯
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৬৩
বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী মাদ্রাসা শিক্ষা ১৮,২০
বাংলার মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৪-১৫
মাইরন ওয়েইনার ১১
মাওলানা আকরম খাঁ ২০,৪০
ম্যাক্সমুলার ১৫
মোঘল ১৫
মুজফফর আহমদ ৩৯
মাদ্রাসা শিক্ষার দুইধারা ১০,১৯
মাদ্রাসা সংখ্যা ১৪-১৫
মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির দূর্বলতা ১৮
মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০,৪২-৪৩
মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সুপারিশ ২১
মাদ্রাসা শিক্ষার মেয়াদ ২২,২৪
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ৪১, ৬২
মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপ্তি ৪৩-৪৪,৮০-৮১
মাদ্রাসার ক্রম বর্ধমান ছাত্রসংখ্যা ৪৪
মাদ্রাসার ক্রমবর্ধমান শিক্ষক সংখ্যা ৪৩
মাদ্রাসা শিক্ষা ও উন্নয়ন ৫৪-৫৫
মাদ্রাসার সংখ্যা ১৭,৫৫
মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম ২৩,২৪
মাদ্রাসা শিক্ষা: সমমান ২৫
মাদ্রাসা: নানাধরণ ৫৫-৫৬
মাদ্রাসা শিক্ষার কালজয়ীতা ৫৬-৫৭

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার: সুপারিশমালা ৫৭-৬২
মোল্লা নিযামুদ্দিন ১৭,৫৫
মুসলিম লীগ ১৬
মিল্টন ১০
মুসলিম বিদ্বেষী শিক্ষক সমাজ ১৫-১৬
মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ৯,১৭
মুসআদ ইবনে উমায়ি ১৭
মহিলা মাদ্রাসা ১৯-২০
রাজনৈতিক উন্নয়ন ১২
লর্ড মেকল ১৫
শিক্ষা ও উন্নয়ন ৯-১০,১১,৫৪
শিক্ষার গুরুত্ব ১১-১২
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১১
শিক্ষা: মৌলিক অধিকার ১১
শিক্ষার সংজ্ঞা ১০
শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ ১১-১২
সৈয়দ আমীর আলী ১৭
স্যার আজিজুল হক ৪৭
সৈয়দ আলী আশরাফ ৪৯
স্যার সৈয়দ আহমদ ১৬,৫৫
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন ৫১
হিফয মাদ্রাসা ৩৮-৩৯
হাফিজ ৪৯
হামদুর রহমান ২৩
হযরত মুহাম্মদ (সা:) ৯,১২,১৩,১৭

www.pathagar.com

Attractive Design
Zakir Ahamed

www.pathagar.com